জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কল্যাণের মামলা

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাবেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনে রাজ্যপালের তল্লাশি নাটক ও মামলার জবাবে কল্যাণ বলেন, বোস রাজ্যের বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপানোর চক্রান্ত করছেন

অভিমুখ বদল

বাংলায় হাওয়ার অভিমুখ বদল। কমছে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। বাড়ছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র পুবালি হাওয়ার প্রভাব। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের পারদ ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে

ক্লাউডফ্লেয়ার ডাউন, সার্ভারে বিভ্রাট, ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট

লোকপালের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন দিল্লি হাইকোর্টে গেলেন মহুয়া

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭৪ ● ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 174 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 19 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

১৪ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যে সেরা বাংলা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। ১৪ বছর ধরে আমজনতাকে সেবার অঙ্গীকারপূরণ করে আসছে রাজ্য সরকার। আজ ভারতের মধ্যে সবথেকে উন্নত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সেই সব উদ্যোগের খতিয়ান পেশ করেছে তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সেই উন্নয়ন তুলে ধরে জানানো হয়েছে—

- **ঘরে ঘরে পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু করা হয়েছে ২১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট।**
- **প্রতিটি এমএমইউ-ই আসলে সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত একটি চলমান ক্লিনিক— যেখানে থাকবেন চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব ও ইসিজি টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট এবং ডেটা অপারেটর।**
- **এখানে ৩৫টিরও বেশি বিনামূল্যে পরীক্ষা হবে— যেমন হিমোগ্লোবিন, ম্যালেরিয়া, প্রেগন্যান্সি,** (এরপর ১২ পাতায়)

আজ ১৩,৪২১ শূন্যপদে নিয়োগের আবেদন নেবে পর্ষদ

৫০ হাজার কর্মসংস্থান

প্রতিবেদন : রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ নিয়ে একের পর এক সুখবর। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এসএসসিতে একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগের ইন্টারভিউ পর্ব। এরপর প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে বড় খবর দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বছরই প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হবে রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রীর প্রজ্ঞা, পথনির্দেশ ও সদর্থক অভিভাবকত্বে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ভিতকে আরও সুদৃঢ় করতে চলেছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। —ব্রাত্য বসু

জুড়ে। তার জন্য আজ, বুধবার থেকে পোর্টালের মাধ্যমে ১৩,৪২১ শূন্যপদে আবেদন নেওয়া শুরু করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই গোটা বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ১৩,৪২১টি শূন্য পদ রয়েছে। সেইগুলি পূরণ করার জন্যই শুরু হচ্ছে নিয়োগ। স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্রুত নিয়োগ-প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, বুধবার অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে টেট-উত্তীর্ণযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে সরকার অনুমোদিত, সরকার পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়গুলিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিনগুলো

দিনগুলো যেন ঝরাপাতা
লেখায়-আঁকায়
লিপি রয়ে যায়।
এই তো শুরু
শেষ হয়ে যায়,
বয়ে যায় শুধু বেলা।
গুনতে বসলে
সংখ্যা বাড়ে
বাড়ে না কমার খেলা।
বয়স হল
সময় গেল
বলতে বলতেই শেষ।
এল গেল
সবই ফুরালো
দিনগুলো কাটল বেশ।

নির্বিঘ্নেই শুরু হল একাদশ–দ্বাদশে নিয়োগের ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার থেকে শুরু হল এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই কুড়ি হাজার নামের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রক্রিয়া। ডিসেম্বরের মধ্যেই সমস্ত নিয়োগ-প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসছেন নথি যাচাই করতে। এসএসসি প্রথম দিন

এসএসসি প্রথম দফায় চাকরিপ্রার্থীদের লম্বা লাইন। মঙ্গলবার।

প্রায় ৭০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীকে নথি যাচাইয়ের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের ইন্টারভিউয়ের জন্য বেছে নিয়েছে কমিশন। পুরনো চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সুযোগ পেয়েছেন নতুনরাও।

এদিন কমিশনের দফতরে ১৫টি আলাদা আলাদা টেবিলে ১০০ জন করে প্রার্থীর নথি যাচাই করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসএসসি জানিয়েছে, প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীকে নিজেদের সঙ্গে (এরপর ১০ পাতায়)

গ্যাংস্টার জালে কৃতিত্ব পুলিশের

যোগীরাজ্যের কুখ্যাত গ্যাংস্টার। ২০টি মামলা তার বিরুদ্ধে, যার মধ্যে ৬টি খুনের। এর মধ্যে আবার ১ ঘণ্টায় ৩টি খুনের রেকর্ডও রয়েছে সেই গ্যাংস্টারের। প্যারোলে ছাড়া পেয়ে আর জেলে ফিরে না গিয়ে স্করপিও গাড়িতে কলকাতায় এসে গা-ঢাকা দিয়েছিল। চালাচ্ছিল অ্যাপ-বাইক। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে রিপন স্ট্রিট থেকে সোহরাবকে গ্রেফতার করে।

হাসিনার মৃত্যুদণ্ড নিন্দায় রাষ্ট্রসংঘ

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশের ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের মুখপাত্র বলেছেন, বিচারপ্রক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধী হলে আন্তর্জাতিক মানের বিচারই হওয়া উচিত। বিচারপ্রক্রিয়ার সময় অভিযুক্তরাই অনুপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

রঘুনাথপুরে আরও ৯ হাজার কোটি লগ্নি, বহু কর্মসংস্থান

প্রতিবেদন : বাংলার শিল্পমানচিত্রে আরও লগ্নি, আরও কর্মসংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরীতে আরও ৯ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। বিনিয়োগ করছে শ্যাম স্টিল, নক্ষিত আয়রন অ্যান্ড স্টিল এবং রশ্মি শিল্পগোষ্ঠী। ফলে পুরুলিয়া জুড়ে শিল্পের যে জোয়ার আসতে চলছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সম্প্রতি দুর্গাপুরে চার জেলা অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানের সিনার্জি বৈঠক হয়। সেখানেই বিনিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরুলিয়ার জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত বলেন, রঘুনাথপুর শিল্পতালুকে শ্যাম স্টিল (এরপর ১২ পাতায়)

দুর্গাপুরে সিনার্জি বৈঠকে শিল্পগোষ্ঠীর কর্তারা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 November, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৩৮ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। ব্রাহ্মরা অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে নিয়োজিত করেন। অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। প্রচলিত শিক্ষানীতি সংস্কারের জন্য ১৮৬২ সালে কলকাতা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য ইংল্যান্ডে গেলে রানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে সংবর্ধিত করেন। পরে নববিধান নামে একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলেন। গীতা, ভাগবত ও বেদান্তের ভাষ্যের পাশাপাশি শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খ্রিস্ট ও মুসলমান সাধকদের জীবনচরিত রচনা করেছিলেন।

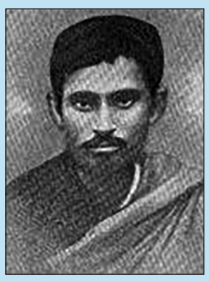

১৮৭৭ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) এদিন নদিয়ার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র অনুসারী রোম্যান্টিক কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গ মঙ্গল' যখন নামবিহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি ছাত্র। তাঁর লেখা অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে 'ঝরাফুল', 'প্রসাদী', 'শান্তিজল' ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' পেয়েছিলেন।

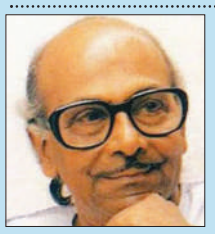

১৯২৫ সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী, সুরকার ও গীতিকার। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক থেকেই তাঁর অজস্র গান লেখা ও সুর দেওয়া। নৌবিদ্রোহের সমর্থনে লিখেছিলেন 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে'। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা 'রানার' ও 'অবাক পৃথিবী'র মতো কবিতায় তাঁর দেওয়া সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে স্মরণীয়। বাংলা গানের জগতে তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া গান 'ও আলোর পথের যাত্রী', 'হেঁই সামালো ধান', 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ', 'পথে এবার নামো সাথী', 'পথ হারাব বলেই এবার' 'শোনো কোনো একদিন' ইত্যাদি গান এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছিল। বাংলা গানের মতোই হিন্দি গানেও তাঁর বিচরণ ছিল সাবলীল।

১৮৩১ তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় এদিন নিহত হন। তাঁর অন্য নাম মির নিশার আলি। ওয়াহবি আন্দোলনের অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক। নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন। ১৪ নভেম্বর, ১৮৩১-এ তিতুমিরকে দমন করার জন্য ইংরেজ সৈন্যদল আসে। প্রথমে তারাও পরাজিত হয়। পরে ঘোড়সওয়ার বাহিনী ও কামানের সাহায্যে তারা বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে। সেই যুদ্ধেই তিতুমির প্রাণ হারান।

১৯১৩ অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (১৯১৩-১৯৮৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা নায়ক ও গায়ক। প্রথম নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন 'কাশীনাথ'-এ। হিন্দি 'পরিণীতা' ছবি থেকে নায়ক হিসেবে তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। 'ওয়াপস' ছবিতে তাঁর গাওয়া গান 'হাম কোচওয়ান, হাম কোচওয়ান' তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। প্রায় একশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ।

১৯১৭ ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এখনও পর্যন্ত ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ এবং পুনরায় ১৯৮০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে নিহত হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন।

১৮২৮ রানি লক্ষ্মীবাই (১৮২৮-১৮৫৮) এদিন বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মণিকর্ণিকা তাম্বে। ঝাঁসির রানি। এই বীরাঙ্গনা সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী। তাঁর কথা লিখতে বসে কর্নেল ম্যালসন 'সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস'-এ লিখেছিলেন, "... she lived and died for her country, We cannot forget her contribution for India."

১৯৬৯ এদিন ভারতের বড়লাট আর্ল অব লর্ড ডালহৌসির নামাঙ্কিত কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়্যারের নতুন নামকরণ করা হয় বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

১৮ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৩৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৩৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৪	৮৮.০৯
ইউরো	১০৩.৬৩	১০২.২৪
পাউন্ড	১১৭.৮৬	১১৫.৭৪

নজরকাড়া ইনস্টা

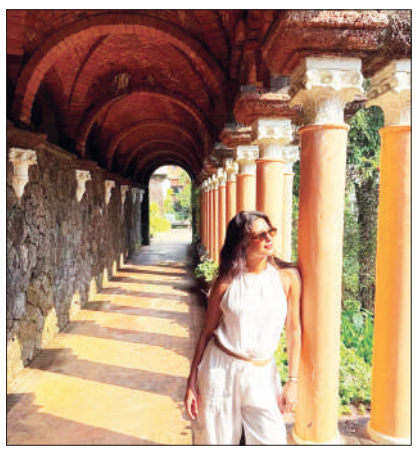

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

দেবলীনা কুমার

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে গিয়ে পুর পারিষদ সুবীর ঘোষ শিবিরে বসে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন পুরসদস্য শুভাশিস জোয়ারদার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬০

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. অনিষ্ট ৩. পশুর দুধ ৫. পুত্রবধূ ৭. শীঘ্র, দ্রুত ৮. আকাশে অবস্থিত ১০. দেবতা ১২. তেরছা, বাঁকা ১৪. মৃতদেহ ১৭. ক্ষীরের ছোট মিঠাই বিশেষ ১৮. সংঘ, সভা।

উপর-নিচ : ১. পুত্র, ছেলে ২. মৃত্যু ৩. পদমর্যাদায় উচ্চতর ৪. গমন ৬. বিধান, নির্দেশ ৯. মঙ্গলময় শিব ১১. প্রমোদবিহার ১৩. ইনামেল, মিনা ১৫. ভিত ১৬. চালু করা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৯ : পাশাপাশি : ১. একূলওকূল ৬. নব ৮. মালিকা ৯. তিরন্দাজ ১০. নমস্কার ১২. অরুচি ১৩. শত ১৫. মহলওয়ারি। **উপর-নিচ :** ২. কূর্চিকা ৩. ওকালতি ৪. লব ৫. তুমারনবিশ ৭. বন্ধুজনোচিত ১১. রক্তোপল ১২. অপয়া ১৪. তম।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের ভোগান্তি কলকাতা মেট্রোয়। মঙ্গলবার সকালে ব্যস্ত অফিস টাইমে সিগন্যালে গোলযোগ। বরানগর থেকে নোয়াপাড়ার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকল মেট্রো পরিষেবা

আমার শহর

19 November, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

বিজেপির প্ররোচনায় নাটক রাজ্যপালের, এবার থানায় অভিযোগ করবেন কল্যাণ

প্রতিবেদন : বিজেপির তল্পিবাহক রাজ্যপাল বোসকে ধুয়ে দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব ধারায় মামলা করা হয়েছে সেগুলি কোনওটাই খাটে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ। সেইসঙ্গে রাজ্যপালের দ্বিচারিতা-সহ বিজেপির কথা অনুযায়ী কাজ করা, রাজ্যের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপানো, ভাগাভাগি করার মতো গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। কল্যাণ জানিয়েছেন, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবেন। রাজভবনের এই আইনি পদক্ষেপের খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পাল্টা তোপ দেগেছেন কল্যাণ বলেন, একটা চিঠি দেওয়া মানেই এফআইআর নয়। আমি সি ভি আনন্দ বোসের থেকে আইন বেশি বুঝি। নিজের অবস্থানে অনড় থেকে সাংসদ বলেন, ধারা ছাড়ুন, সি ভি আনন্দ বোসকে ছাড়ব নাকি আমি? ও যা ইচ্ছা করুক। ওই রকম হাজারটা সি ভি আনন্দ বোস দেখছি। রাজ্যপালকে 'ফালতু' এবং 'থার্ড গ্রেডেড' লোক বলে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, রাজ্যপাল নিজেই উসকানিমূলক কথা বলেছেন এবং রাজভবন যে সমস্ত ধারার উল্লেখ করেছে, সেগুলি আসলে রাজ্যপালের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত। উনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপাচ্ছেন।

এক ঘণ্টায় ৩ খুন! তিহাড় পালানো গ্যাংস্টারকে ধরল কলকাতা পুলিশ

বড়সড় সাফল্য পেলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা

প্রতিবেদন : একঘণ্টায় তিন খুন করে তিহাড়ে বন্দি! প্যারোলে তিহাড় থেকে পালানো উত্তরপ্রদেশের এক কুখ্যাত গ্যাংস্টারকে ধরে দিল কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এসটিএফ-এর সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে রিপন স্ট্রিট থেকে ওই দাগি আসামিকে গ্রেফতার করে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ। মহম্মদ সোহরাব নামে যোগীরাজ্যের ওই কুখ্যাত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে একাধিক খুন, ডাকাতি-সহ একগুচ্ছ মামলা রয়েছে। কিন্তু যোগীরাজ্যে জেলপালানো ওই আসামিকে অতিসহজেই ট্র্যাক করে ধরে ফেললেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। আপাতত তাকে পার্ক স্ট্রিট থানাতেই রাখা হয়েছে। বুধবার পেশ করা হবে আদালতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা ওই সোহরাবের বিরুদ্ধে অন্তত ছয়-সাতটি খুনের অভিযোগ রয়েছে। ২০১১ সালের এক ঘটনায় সাজা পেয়ে তিহাড়ে বন্দি হয়। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার নাম করে গত ১ জুলাই তিহাড় থেকে প্যারোলে দিনদশেকের মুক্তি পায় ওই আসামি।

গ্যাংস্টার সোহরাব।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও জেলে ফেরেনি। এরপরই তার খোঁজে হন্যে হয়ে তল্লাশি শুরু করে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এবং উত্তরপ্রদেশের এসটিএফ। এদিকে, তিহাড় থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে গা-ঢাকা দেয় সোহরাব। তপসিয়া এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায়, রিপন স্ট্রিটের এক পরিচিত ব্যক্তির পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অ্যাপ-বাইক চালাচ্ছে সোহরাব। মঙ্গলবার দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে ওই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা।

জানা গিয়েছে, সোহরাবের আরও দুই ভাই এই মুহূর্তে তিহাড়েই বন্দি। ২০০৩ সালে তাদের একভাই খুন হয়। তার বদলা নিতে সোহরাবরা তিনভাই মিলে এক ঘণ্টার মধ্যে তিন-তিনটি খুন করে। খুনের আগে পুলিশকে ফোন করে 'ক্ষমতা থাকলে' তাদের আটকানোর চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেয়। এদিন গ্রেফতারের পর পার্ক স্ট্রিট থানায় সোহরাবকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন দিল্লি ও কলকাতা পুলিশের অফিসাররা। জিজ্ঞাসাবাদে মূলত পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না কিংবা কলকাতার কোথাও কোনও কাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল কি না। আগামিকাল আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিম্যান্ডে ধৃত দুষ্কৃতীকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে।

৪ হাজার কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড ডিজিটাল সংরক্ষণের উদ্যোগ

২০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করবে কারা দফতর

প্রতিবেদন : সংশোধনাগার দফতরের কাজকর্মকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে কর্মরত প্রায় ৪ হাজার কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড এবার ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণ করা হবে। বহু বছর ধরে পুরনো কাগুজে নথির উপর নির্ভরশীল এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে রাজ্যের কারা দফতর নিরাপদ ও আধুনিক ডিজিটাল নথি সংরক্ষণের এই উদ্যোগ শুরু করেছে। রাজ্যের কেন্দ্রীয়, জেলা, বিশেষ ও সাবসিডিয়ারি সংশোধনাগার-সহ দফতরের বিভিন্ন কার্যালয়ে মোট প্রায় ২০ জন চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিযুক্ত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কর্মীদের ব্যক্তিগত ফাইল গুছিয়ে আনাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত ডিজিটালাইজেশনের কাজ সংশোধনাগারের দফতরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। কোনও নথি বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে, প্রয়োজনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মী পাঠাতে হবে। এতদিন যেসব ম্যানুয়াল রেজিস্টারের উপর কাজ চলত, সেই ব্যবস্থা বদলে গেলে নিত্যদিনের কার্যক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনই কাজ আরও গুছিয়ে করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এক আধিকারিক বলেন, ফাইলগুলো আপডেটেড, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক থাকা জরুরি। পদোন্নতি, বদলি, বেতন সংশোধন— সব ক্ষেত্রেই নথির অসঙ্গতি সমস্যা তৈরি করে। এই পদক্ষেপ কর্মী-সম্পর্কিত নথি গুছিয়ে আনার পাশাপাশি সংশোধনাগারগুলির দৈনন্দিন কার্যক্রমেও সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। স্পষ্ট নথি থাকলে হঠাৎ করে নিরাপত্তাকর্মী, ওয়েলফেয়ার অফিসার বা এসকর্ট টিমের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কমবে। এতে আদালতে হাজিরা, পুনর্বাসন শ্রেণি বা চিকিৎসা পরিষেবা— কোনও ক্ষেত্রেই সংকটের মুখে পড়তে হবে না। দফতরের মতে, প্রশাসনিক দেরি কমলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এবং পরিষেবা আরও নিরবচ্ছিন্ন হবে। এক প্রবীণ আধিকারিকের কথায়, নথি হারিয়ে যাওয়া বা ফাইলে পরস্পরবিরোধী তথ্য মেলাতে সময় নষ্ট হওয়া— এগুলো খুবই সাধারণ সমস্যা। সব কিছু ডিজিটাল হলে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক দ্রুত ও নির্বিঘ্ন হবে।

সংশোধনাগার দফতর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দফতরের তত্ত্বাবধানে নথির গোপনীয়তা রক্ষা করা সংস্থাগুলির দায়িত্ব। কোনও নথির প্রতিলিপি রাখা বা কপি করা যাবে না। এই নিয়ম ভাঙলে সংশ্লিষ্ট ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সঙ্গে সঙ্গে বদল করতে হবে। ছয় মাসের জন্য চুক্তিভিত্তিকভাবে শুরু হওয়া এই প্রকল্প প্রয়োজনে বাড়ানো হতে পারে। সংস্থাগুলিকে পিএফ, ইএসআই, ন্যূনতম মজুরি, বিমা-সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম মানতেই হবে। মাসিক বিল মেটানো হবে কেবলমাত্র তখনই, যখন নিশ্চিত হবে নিযুক্ত কর্মীদের মজুরি এবং অন্যান্য বকেয়া পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়েছে।

শীতের পথে বাধা ঘূর্ণাবর্ত

প্রতিবেদন : শীতল হাওয়ার প্রবেশে বাধা। কমছে কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়ার দাপট। বাড়ছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র পুবালি হাওয়ার প্রভাব। এরফলে রাজ্য জুড়ে বাড়বে তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবারের মধ্যে যা পৌঁছাতে পারে ২১ বা ২২ ডিগ্রির ঘরে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তকেই এর জন্য দায়ী করেছেন আবহাওয়াবিদরা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ভোরের দিকে কুয়াশার দেখা মিলবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের পারদ আরও অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। শনিবারের পর মেঘলা আকাশ। মধ্য দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে সেটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীতের আশা নেই বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬-৭ দিন হালকা শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন নেই।

হাসপাতাল থেকে শিশুচুরি পাঁচ ঘণ্টায় উদ্ধার পুলিশের

প্রতিবেদন : নার্স পরিচয়ে বাসেই আলাপ। ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতালে পৌঁছে মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে ৬ মাসের শিশুকে চুরি করে পালান ভাঙড়ের মহিলা। তদন্তে নেমে ৫ ঘণ্টার মধ্যে সেই শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল ফুলবাগান থানার পুলিশ। বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সন্ধ্যার মধ্যে অভিযুক্ত মহিলাকে ট্র্যাক করে ভাঙড়ের নিবুদ্ধিয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করলেন পুলিশ আধিকারিকরা। কী কারণে ওই মহিলা ৬ মাসের শিশুকে চুরি করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত কোনও শিশুপাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, ভাঙড়ের ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের মঞ্জিলা বিবি সোমবার সন্তানকে নিয়ে বাসে করে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন বিসি রায় শিশু হাসপাতালে। ওই বাসেই ছিলেন সাবিনা বিবি ওরফে শ্যামলী মণ্ডল নামে এক মহিলা। নার্স পরিচয়ে মঞ্জিলার সঙ্গে আলাপচারিতা বাড়ান শ্যামলী। হাসপাতালে টিকিট কাটা থেকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও করে দেন। চিকিৎসকের লিখে দেওয়া ওষুধ আনতে যাওয়ার সময় নিজের শিশুকে ভরসা করে সদ্য পরিচিত শ্যামলীর কাছে দিয়ে যান মঞ্জিলা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তাঁদের আর কোনও খোঁজ পাননি।

দ্রুত তদন্তে নেমে পুলিশ একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে শিয়ালদহ স্টেশনে শ্যামলীর খোঁজ পায়। জানা যায়, অভিযুক্ত মহিলা ভাঙড়ের জামিরগাছি থেকে শোনপুরের মধ্যে বাসে উঠেছিলেন। খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার গুন্ডাদমন শাখা ফুলবাগান থানার পাঠানো সিসি ফুটেজ আশপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। তা দেখেই নিবুদ্ধিয়া গ্রামের এক মুদি থানায় যোগাযোগ করেন। এরপরেই দুপুর সাড়ে চারটে নাগাদ পুলিশ মহিলার বাড়ি ঘিরে ফেলে ওই শিশুকে উদ্ধার করে। এবং গ্রেফতার করে শ্যামলীকে।

সম্পাদকীয়

19 November, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিল্প বিপ্লব

৩৪ বছরের বাম জমানায় শিল্প নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা রীতিমতো ভয়াবহ। বলা হত, দেশি কিংবা বিদেশি লগ্নিকারীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার আগেই থমকে যেতেন। দাঁড়িয়ে যেতেন। এবং ফিরে যেতেন। বাংলায় শিল্প মানেই ছিল ধর্মঘট, শ্রমদিবস নষ্ট, মালিক-শ্রমিক লড়াই, ট্রেড ইউনিয়নের দাদাগিরি, তোলাবাজি এবং বিনিয়োগ করার পর সবশুদ্ধ নিয়ে ডুবে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এক সময় ধানবাদ থেকে শুরু করে আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, বর্ধমান এবং অন্যদিকে হাওড়া, হুগলি ঘিরে প্রচুর শিল্প দেখা গিয়েছে। ৬০-৭০-এর দশকে রমরমিয়ে চলেছে কারখানাগুলি। বাম আমল আসতেই শুরু হল একে একে বন্ধ হওয়ার পালা। অবস্থা এমন হল যে শিল্পপতিরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট বলে দিতেন, আগে রাজ্যের শিল্প পরিবেশের পরিবর্তন করুন, তারপর লগ্নির কথা ভাবা যাবে। স্বাধীনতার পর বিধানচন্দ্র রায়ের হাত ধরে যেসব কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে বিক্রি হয়ে গেল। বাম ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা পকেট ভর্তি করলেন। বাংলার শিল্প ব্যবস্থাটাকে তলানিতে নামিয়ে আনলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এই পরিবেশটাই পাল্টে দেওয়া শুরু করলেন। মানসিকতার পরিবর্তন প্রথম দরকার ছিল। ধর্মঘট, স্ট্রাইক যে সুস্থ শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাধা তা মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন। যিনি লগ্নি করবেন, তাঁর দিকটাও যে সরকারকে ভাবতে হবে, সেটা প্রশাসনকে বুঝিয়েছেন। ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন। লাল ফিতের যে ফাঁস বলা হত বাম আমলে, তা অবলুপ্ত হয়েছে। একমাসের মধ্যে শিল্প সব ধরনের আইনি ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। তাই লগ্নি আসছে পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি-সল্টলেকেও। এমনকী সুন্দরবনেও। সিপিএম কেন শূন্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন, তার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ এই পাল্টে যাওয়া শিল্প পরিবেশ। শিক্ষা নেওয়াটা যদি বামেরা একটু অভ্যাস করত!

e-mail থেকে চিঠি

বঙ্গভঙ্গ ফের দাঁড়িয়ে দুয়ারে

ভোট আসতেই ফের গোর্খাল্যান্ডের জিগির তুলতে শুরু করেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ, গেরুয়া শিবিরের বঙ্গভঙ্গের ব্লুপ্রিন্টকে রূপ দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে অমিত শাহের দফতর। আর সেই কারণেই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই পাহাড়-ডুয়ার্সের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে সরব হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে বিষয়টি অমিত শাহকেই দেখার জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের (পিএমও) তরফে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। কিন্তু, পিএমওর নির্দেশকেও তোয়াক্কা না করে দার্জিলিংয়ে কাজ শুরু করে দিল মধ্যস্থতাকারীর দফতর। এই মর্মে ১০ নভেম্বর একটি নির্দেশিকাও জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যের সম্মতি ছাড়াই এভাবে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ অসাংবিধানিক। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। পিএমওর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশিকা জারির বিষয়টি সেখানে উল্লিখিত। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কেন্দ্রের এই অযাচিত পদক্ষেপ শুধু অসাংবিধানিকই নয়, রাজনৈতিক কারণে পাহাড়-ডুয়ার্সের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেও গৃহীত। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কেন এই নিয়োগ অসাংবিধানিক? কারণ, পাহাড়-ডুয়ার্সের যে-সমস্ত কাজ রাজ্যের আইনে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই একই ক্ষেত্রের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল! এতে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। একই সঙ্গে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। ফলে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত মা-মাটি-মানুষের সরকার মানছে না, মানবে না।

—প্রবীর ধর, শিলিগুড়ি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিহারের হিসাব বাংলায় মিলবে না

কারণটা খুব পরিষ্কার। এই বাংলার শিয়রে অষ্টপ্রহর দণ্ডায়মান বাঙালিয়ানার নির্ভীক প্রহরী এক সিংহী, যিনি ভোট-বাজারের চৈত্রসেল নয়, মানবিকতার সন্ধিপুজোয় বাঁচেন। লিখছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

"আমার মাটি সইবে না
ইউপি বিহার হইবে না
বাংলা আমার বাংলা রবে
বন্ধু জেনো, খেলা হবে।"

বার সাতেক প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়ে তিনবার ডিভোর্সের পর প্রতিবেশীর বিয়েতে উদ্বাহু নৃত্য করে সুখী দাম্পত্যের স্বপ্ন দেখা আর এনডিএর বিহার জয়ে বঙ্গ বিজেপির ইতিবাচক স্বরে উচ্ছ্বসিত হওয়া কার্যত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভৌগোলিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী হলেও বৌদ্ধিক নবজাগরণের নিরিখে কয়েক যোজন পিছিয়ে বিহার, একথা অনস্বীকার্য। উৎকর্ষ সাংস্কৃতিক রুচিশীলতার পীঠস্থান বাংলার বরাবরই বয়ে চলে নিজস্ব স্রোতে। মহামতি গোখলে বলেছিলেন— "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow" সম্প্রতি বিহারে এনডিএর এই জয়ের পিছনেও চোখে পড়েছে মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর কালজয়ী প্রকল্পগুলির নীতীশ-বিজেপির চাঁদনিচকের সস্তা চিনাবাজারি সুলভ সংস্করণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবদরদি মানসিকতার অনুকরণের সৌজন্যে দুধের স্বাদ খানিক ঘোলে মিটিয়েছে বিহারের মহিলামহলও। তবে বিহারি-বেল পাকলেও বঙ্গদেশের গেরুয়া কাকের তাতে ডাকাডাকিই সার। কারণগুলো আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রথমত, ভোটের ময়দানকে পাটিগাণিতিক রাজনীতিতে ভোটবাজারে পরিণত করা এনডিএ-র নীতীশ কুমারের "মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দ্বারা অনুপ্রাণিত নিতান্তই ভোটকেন্দ্রিক এক প্রকল্প যা বাঙালির বারো মাসের সঙ্গী, স্কচ পুরস্কারে ভূষিত উদ্যোগটির ধারেকাছেও আসে না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সোনা ছেড়ে কখনওই বাংলার মানুষ বিহারি ইমিটেশনের দিকে ঝুঁকবে না।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম জনমানসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এখানেই এনডিএ প্রার্থী নীতীশ কুমারের তুলনায় খানিক পিছিয়ে পড়লেন রাজনৈতিক তরুণতুর্কি তেজস্বী যাদব কারণ, জনদরদি সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো দূর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমতুল্য গ্রহণযোগ্যতাও এখনও গড়ে তুলতে পারেননি তেজস্বী যাদব আর সেখানে বাংলায় তো বিজেপির লড়াই তেজস্বিনী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি বাংলার ২৯৪টি আসনেই নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার মতো সাহস দেখান।

তৃতীয়ত, বাংলায় সরকার গঠন করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্য কোনও রাজনৈতিক শক্তির মুখাপেক্ষী হতে হয় না। তাই জনহিতে যে কোনও সাহসী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়।

চতুর্থত, ধর্মীয় তুষ্টকরণের সাজানো অভিযোগ তুলে যতই বাংলায় রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা করা হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত শতাধিক

প্রকল্পের কোনওটিই ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা পারসিকদের বঞ্চিত করে না। ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিকতার যে অটুট প্রাসাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছেন, তাকে ছলে, বলে, কৌশলে দুর্বল করা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব।

পঞ্চমত, হিন্দু ভোট একত্রীকরণের যে রাজনীতি বিজেপি করতে চেয়েছে বরাবর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা বুমেরাং হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ, তথাকথিত হিন্দু উৎসব কলকাতা শহরের দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ইউনেস্কো কর্তৃক হেরিটেজ মর্যাদায় ভূষিত। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের পর শিলিগুড়িতেও হিন্দু দেবতা মহাকালের মন্দির তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগেই। অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে চলছে ভক্তির উদযাপনকে হিন্দু বিরোধিতার কাঠগড়ায় তোলা বড্ড কঠিন।

ষষ্ঠত, ২০২৫ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সংস্থা জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে টানা চতুর্থ বছরের জন্য কলকাতাকে ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীতে অলংকৃত বাংলার মা-বোনেরা আজ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পারিবারিক প্রধানরূপে নিজেদের নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নের পথেও এই প্রথম এক অধরা নিরাপত্তা লাভ করছে। ভোটবাক্সে এ-সবের প্রভাবে ইতিহাসের ভয়াবহতম সুনামিরূপে আছড়ে পড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

সপ্তমত, বিজেপির জুমলা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে বঙ্গবাসী। তাই নরেন্দ্র মোদির প্রতি তাদের ব্যঙ্গের সুর— 'রাজা দেয় প্রতিশ্রুতি
হ্যান করেগা ত্যান করেগা
করেগা কচু
আসলে ব্যাটা পকেট ভারেগা।'

৩১ জানুয়ারি, ২০২৫-এ আয়োজিত এক সমাবেশে দিল্লির মা ও বোনদের নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই তাদের জন্য প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকার একটি প্রকল্প পাশ করা হবে। মার্চ মাসের আট তারিখটিকে নিধারিতও করেছিলেন তিনি। মাঝে আরও আটটা আট তারিখ ক্যালেন্ডারে এসে গেলেও কারও অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি একটা টাকাও, উল্টে মোদি আরোপ করেছেন বার্ষিক পারিবারিক তিন লক্ষ টাকার কম উপার্জনের মতো শর্ত। সুতরাং, দিল্লিবাসী লাড্ডুর বাংলায় প্রত্যাখ্যাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অষ্টমত, বিহারবাসীর মনে লালুর জঙ্গলরাজের স্মৃতি এখনও টাটকা। যেমন বাংলার মানুষ ভুলতে পারেনি সুশান্ত, মজিদ মাস্টার, সুভাষ, হাতকাটা দিলীপদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলার দিনগুলি। তাই আজও কাস্তে, হাতুড়ি কিংবা তারার গা থেকে রক্তের দাগ তুলে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় অপশাসনের কোনও কাঁটা বাঙালি মননে বিঁধে নেই, আছে একান্ত সুখানুভূতি।

নবমত, ২৪x৭ পরিষেবা প্রদানকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের পাশে না পাওয়ার অভিযোগ তাঁর অতি-বড় শত্রুও আনতে পারবে না।

দশমত, তেজস্বীর অতিরিক্ত যাদব-নির্ভরতা বিহারে আরজেডির অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। কিন্তু সর্বাত্মক উন্নয়নের পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ কোনও জাতিগোষ্ঠীর প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-জাতীয় কোনও দুর্বলতা নেই।

একাদশত, বিহার নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা বাড়ল কীভাবে?

◆ নির্বাচন ঘোষণার দিন (৬ অক্টোবর) : ৭.৪২ কোটি

◆ ভোটিংয়ের পর (১১ নভেম্বর) : ৭.৪৫ কোটি

◆ ইলেকশন কমিশনের প্রেস কনফারেন্সে জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন : মোট ভোটার ৭.৪২ কোটি

তাহলে ভোট শেষ হতে না হতেই ৩ লক্ষ অতিরিক্ত ভোটার এল কোথা থেকে?

দ্বাদশত, বিহারে ১০১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি জিতেছে ৯৫টি আসনে। জয়ের হার ৯৪.৫৯ শতাংশ। এ যাবৎ বিজেপির সর্বোচ্চ জয় ছিল ২০১৯ সালে। ৫৪২টায় লড়াই করে বিজেপি জিতেছিল ৩০৩ আসন অর্থাৎ ৫৫.৯ শতাংশ। তাহলে নীতীশের সাথে জোট না করেই একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অনায়াসে বিজেপি বিহারে নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী পেতে পারত। কিন্তু তা না করে জোটের রাস্তায় হাঁটা ও বিপুল জয় কি কোনওভাবে বিহারে SIR ও পরবর্তীতে নির্বাচনে ইলেকশন কমিশনের প্রত্যক্ষ সাহায্যে বিজেপির ভোটচুরি যার SIR-কালীন নিশ্চুপ থাকার পুরস্কারবাবদ ভাগ দেওয়া হল নীতীশকেও?

তবে বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাঁটি— যেখানে তঞ্চকতা ও চমক দিয়ে রাজনৈতিক হিসেব মেলানো বড্ড কঠিন। দেশের সর্বাপেক্ষা রাজনীতিসচেতন জাতিকে বিহারি ফর্মুলায় জুমলার জড়িবুটি গেলানো অত সোজা নয়। বাংলার সংহতির অট্টালিকাকে ধর্মীয় মেরুকরণের কামানে ক্ষতবিক্ষত করতে গেলে তা বুমেরাং হয়ে ফিরে যাবে আক্রমণকারীর দিকেই। কারণ এই বাংলার শিয়রে অষ্টপ্রহর দণ্ডায়মান বাঙালিয়ানার নির্ভীক প্রহরী এক সিংহী, যিনি ভোট বাজারের চৈত্রসেল নয়, মানবিকতার সন্ধিপুজোয় বাঁচেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রামমোহন রায়কে অপমানে
শ্রীরামপুরে সন্তোষ সিংয়ের নেতৃত্বে
তৃণমূলের প্রতিবাদ-মিছিল

৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস, মনিটর করছেন অভিষেক

প্রতিবেদন : আগামী ৬ ডিসেম্বর বেশ বড় আকারেই সংহতি দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এই দিনটিকে সামনে রেখে প্রতি বছরই রাজ্য জুড়ে সংহতি দিবস পালন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এবার মেয়ো রোডে বড় আকারেই সমাবেশের আয়োজন করছে দল। তবে সংখ্যালঘু সেল নয়, এবার এই সমাবেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের। আর সবটা মনিটর করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। মঙ্গলবার তৃণমূলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালিত হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিতে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করা হয় প্রতি বছর। এবারও সেটাই হবে। আমাদের ছাত্র, যুব সংগঠন মিলে তার আয়োজন করছে। সকলে আমরা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেব।

প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে নেদারল্যান্ডস : মানস

সুন্দরবনের উপকূল রক্ষায় ৪১০০ কোটির ‘শোর’ প্রকল্প

প্রতিবেদন : বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিপন্ন সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবার সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর বিশ্বব্যাঙ্ক এবং নেদারল্যান্ডসের জলসম্পদ বিশেষজ্ঞদের প্রযুক্তিগত সহায়তায় সুন্দরবনের নদী ও উপকূল রক্ষায় প্রায় ৪১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সল্টলেকের কেএমডিএ অডিটোরিয়ামে বৈঠকে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত জানান সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

তিনি জানান, ‘সাসটেইনেবলি হার্নেসিং ওশান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইকোনমি’ বা ‘শোর’ নামের এই প্রকল্পে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দুই ২৪ পরগনার ১১টি ব্লকের ৩৯টি জনবসতি সম্পন্ন দ্বীপে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের ‘ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’-এর আর্থিক সহায়তায় এবং নেদারল্যান্ডসের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। শুধু সেচ দফতর নয়, কৃষি, পঞ্চায়েত, প্রাণী সম্পদ বিকাশ-সহ মোট ১২টি সংশ্লিষ্ট দফতর ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একযোগে এই কাজ চালানো হবে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে উপকূলের সুরক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিতে নদী বাঁধ নির্মাণ, পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নতি এবং নদী ভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপে অবস্থিত সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে এবং বাকি ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। কিন্তু গত দুশো বছরে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের নদীগুলিতে মিষ্টি জলের প্রবাহ কমে গিয়েছে এবং লবণের পরিমাণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষি ও জীববৈচিত্র্য সঙ্কটের মুখে পড়েছে। তার ওপর গত এক দশক ধরে সমুদ্রের তাপমাত্রা ও জলস্তর বৃদ্ধি, পলি জমার হার কমে যাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়ায় উপকূলীয় এলাকায় ক্ষয় ও প্লাবনের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়েছে। বর্তমানে জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত থাকলেও তার মাত্র ২৫০ কিলোমিটার পাকা, বাকিটা কাঁচা মাটির বাঁধ।

■ সল্টলেকের কেএমডিএ অডিটোরিয়ামে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, বঙ্কিম হাজরা, সাবিনা ইয়াসমিন, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল-সহ দফতরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার।

এই পরিস্থিতিতে ২০২২ সালের জুন মাস থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এই সামগ্রিক পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সেচমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দেন যে, নতুন এই প্রকল্পে কেবল বাঁধ মেরামত নয়, সুন্দরবনের মানুষের জীবনজীবিকার মানোন্নয়ন এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁধ ও পরিকাঠামো নির্মাণ সুন্দরবনের সুরক্ষা ও উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার।

শতায়ু ভোটার উধাও ২০০২ তালিকা থেকে

প্রতিবেদন : হুগলির আদি সপ্তগ্রাম বিধানসভার শতায়ু ভোটার মহম্মদ ইসফাক খান। ১৯৫১ সাল থেকে দেশে যতবার নির্বাচন হয়েছে, ততবারই ভোট দিয়েছেন তিনি। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই ইসফাকের। তাই এসআইআর-আবহে প্রবল আতঙ্কে সপ্তগ্রামের এই শতায়ু ভোটার। ১৯২৫ সালে উত্তরপ্রদেশে জন্ম হলেও পেটের টানে বাংলায় এসে হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় সংসার পাতেন তিনি। কিন্তু ২০০২ সালেও ভোট দিলেও তখনকার ভোটার তালিকায় নাম নেই তাঁর। ফর্ম হাতে পেয়েও দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে গোটা পরিবারের।

বিডিওকে হুমকি বিজেপি বিধায়কের

সংবাদদাতা, আরামবাগ : বিজেপির ঔদ্ধত্য যে চরম সীমায় পৌঁছেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ মানুষের পর এবার তারা সরকারি আধিকারিকদেরও হুমকি দিতে ছাড়ছে না। বিডিওর চেম্বারে ঢুকে রীতিমতো টেবিল চাপড়ে, চিৎকার চেঁচামেচি করে হুজ্জুতি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বিডিওর চেম্বারে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিডিওর সঙ্গে বিধায়কের এহেন ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পথকুকুর : সচেতন হওয়া উচিত আইন অনুযায়ী, দাবি দেবশ্রীর

■ সাংবাদিক বৈঠকে দেবশ্রী রায় ও সপ্তদীপা সিংহ।

প্রতিবেদন : দিল্লির রাস্তা থেকে পথকুকুরদের সরানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, যত দ্রুত সম্ভব সব পথকুকুরকে ধরে নির্দিষ্ট শেল্টারে স্থানান্তর করতে হবে। এই রায় বিতর্কে উত্তাল গোটা দেশ। পশুপ্রেমী মহল থেকে বড়সড় আপত্তি উঠেছে এই নিয়ে। এবার এই নিয়েই সরব হলেন অভিনেত্রী তথা পশুপ্রেমী দেবশ্রী রায় এবং আইনজীবী সপ্তদীপা সিংহ। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি রাজ্যের উচ্চ আদালতকে নিজ নিজ রাজ্যে উন্নত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নিয়ে পশুপ্রেমীদের প্রশ্ন, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা কি আদৌ সম্ভব? যেখানে বেশিরভাগটা জুড়েই রয়েছে গ্রামাঞ্চল এবং তাতে অধিকাংশই ডোবা, খাল। তাঁদের কথায়, রেবিস ভাইরাস শুধুমাত্র কুকুরের থেকে ছড়ায় না বরং এ ধরনের ভাইরাস বেশি ছড়ায় বাদুড়, বাঁদর, ইঁদুরের থেকে। দেবশ্রী রায়দের মতে, এই বিষয়ে বৃহত্তর আন্দোলন এবং সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সেটা অবশ্যই আইন অনুযায়ী, ওয়ার্ডভিত্তিক এবং থানা ভিত্তিক হওয়া উচিত।

সাইবার সচেতনতায় শিবির বিধাননগর পুলিশ ফাঁড়ির

সংবাদদাতা, বিধাননগর : খুব সহজেই এখন সাইবার প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাই বিধাননগর পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে সাইবার সচেতনতা শিবির হল বিধাননগর গ্রুপ হাউসিংয়ে।

■ সাইবার সচেতনতায় সিআই, আইসিরা।

প্রৌঢ়দের নিয়ে এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের সিআই রণবীর বাগ, নিউ টাউনশিপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নাসরিন সুলতানা, বিধাননগর ফাঁড়ির ইনচার্জ মিহির দে-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। সিআই বলেন, সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে দরকার সচেতনতা। ওটিপি কাউকে দেওয়া যাবে না। অচেনা নম্বর থেকে কেউ ফোন করলে কোনও তথ্য দেওয়া যাবে না। তাই আমরা এদিন প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে এই সচেতনতা শিবির করি। প্রতিমুহূর্তে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট মানুষের পাশে, মানুষের সাথে।

■ পিয়ারলেস হাসপাতাল ও বি কে রায় রিসার্চ সেন্টার সংলগ্ন ‘সুনীল কান্তি রায় সরণি’র উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ সায়নী ঘোষ, কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মঙ্গলবার।

গৃহকর্ত্রীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : দুঃসাহসিক ডাকাতি হাড়োয়ায়। অভিযোগ, গৃহকর্ত্রীর হাত-পা বেঁধে, মারধর করে রীতিমতো আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ৬ ভরি সোনার গহনা, ৮৪ হাজার টাকা নগদ, পিতল-কাঁসা নিয়ে চম্পট দিয়েছে ডাকাতের দল। এখানেই শেষ নয়, প্রায় ১০ লক্ষ টাকাও লুট করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বাছড়া মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়ি এলাকায়।

ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার একটি নাইন এমএম পিস্তল, দুটি ওয়ান শটার বন্দুক ও কার্তুজ। ঘটনায় গ্রেফতার বিহারের বাসিন্দা মৌনফ পার্সে ওরফে বাবু

এসআইআর নিয়ে কিসের এত তাড়াহুড়ো?

মনীষীদের অবমাননার জবাব দিতে তৈরি বাংলার মানুষ শশী

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাংলায় এসআইআর নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কিসের? মঙ্গলবার হাওড়ার বেলুড়ে যোগাশ্রী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এসে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদেরও ছাড়ছেন না। তাঁদের এতই বাংলা-বিদ্বেষ যে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমানজনক মন্তব্য করতেও পিছপা হননি। আমরা এই নিয়ে প্রতিবাদ করেছি। এখন বলার পরে উনি নাকি ক্ষমাও চেয়েছেন। বিজেপি আর কত ক্ষমা চাইবে। এর আগেও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর সব মনীষীদেরই ওরা অপমান করেছে। এই অপমানের যোগ্য জবাব দেবে বাংলার মানুষ।

শশী পাঁজা বলেন, বিহারে এসআইআর করে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল। সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তার মধ্যেই বিহারে ভোট করে দেওয়া হল এবং নতুন নির্বাচিত সরকার চলে এল। আমাদের এখানেই প্রশ্ন, এসআইআর নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কেন? বাংলায় এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে মানুষ আত্মহত্যা করছেন। এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে গেল। তাহলেই ভাবুন, এটা কোন পর্যায়ে গিয়েছে। জোর করে বাংলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই রিভিশনটা প্রতি বছরই হত। বছরে তিনবার করে হত। কিন্তু কোনও সময়েই এত আলোড়ন তৈরি হয়নি। বিএলও-রা কাজ করতে চাইছেন না। মানুষ প্রতিবাদ করছেন। একাধিক রাজনৈতিক দল এই নিয়ে হইচই করছে। এটা নিয়ে প্রায় নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জায়গায় ওরা গিয়ে পৌঁছেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তুষার শীল-সহ আরও অনেকে। ডাঃ শশী পাঁজা আরও বলেন, হাওড়ার বেলুড়ের এই যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (যোগাশ্রী) পূর্ব ভারতে প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় এখানকার পরিকাঠামোর অনেক উন্নতি হয়েছে। এখানকার ভবন, আউটডোর থেকে শুরু করে আগামী দিনে যে ইন্ডোর বিভাগ চালু হবে সবই খুব অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্বলিত করে তৈরি করা হচ্ছে। সুতরাং পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা, সুযোগ-সুবিধা সবটাই এখানে আছে।

■ বেলুড়ে যোগাশ্রী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিলের সভাপতি তুষার শীল-সহ অন্যরা।

অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলিকে বিশেষ পাঠদান দফতরের

প্রতিবেদন : রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক কাজের মূল্যায়নের ফলপ্রকাশের পর তাদের দুর্বলতা দূর করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল সংশ্লিষ্ট দফতর। দক্ষিণবঙ্গের ১৪টি জেলার মোট ৪১৩টি অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতকে নিয়ে দু'দফায় এই বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও না কোনও বিভাগে অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির খামতি কোথায় এবং কেন তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে ব্যর্থ হচ্ছে— সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পাঠ দেওয়া হচ্ছে।

এই উদ্যোগের প্রথম বৈঠকটি মঙ্গলবার, হাওড়ার শরৎসদনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলার অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলিকে পাঠ দেওয়া হয়। যে আটটি জেলার অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সেগুলি হল— বাঁকুড়া, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া। এই পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও অধিকারিকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলার দু'জন করে আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দফার বৈঠকটি আগামী ২৫ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বাকি ছ'টি জেলার অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলিকে ডাকা হবে। এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য হল ব্যর্থতার কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলির সমাধানে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া। আলোচনা করা হবে কোন কোন জায়গায় সমস্যা আছে, কেন তারা বাকিদের মতো ফল করতে পারেনি। এই বৈঠকে পঞ্চায়েতের প্রধান ও অধিকারিককে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে দফতর।

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বেশিরভাগ পঞ্চায়েতের অনুত্তীর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ হল নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে না পারা। এই বিষয়ে বৈঠকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, গত বছর থেকে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে নিয়ে দফায় দফায় কর্মশালা করা হবে। এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির কাজে গতি ফেরানো এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামীণস্তরে পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

নয়া সিইও দফতর পরিদর্শন

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলাকালীন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর স্থানান্তর নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্য সফরে এসে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এদিন স্ট্রান্ড রোডে শিপিং কর্পোরেশনের দফতর পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ও অন্যান্য কর্তারা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ওই ভবনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব কমিশনের বিচারাধীন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে ওই ভবন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার। উল্লেখ্য, স্থানসঙ্কুলান, পরিকাঠামো ঘাটতি, নিরাপত্তার অভাব-সহ বিভিন্ন কারণে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর 'বামার লরি ভবন' থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যসচিবকে গত জুলাই মাসে চিঠি পাঠান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এর পরে আরও বেশ কয়েকবার রাজ্য সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানানো হয়েছে। বিকল্প হিসাবে শিপিং কর্পোরেশন-সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গাকে বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙন, তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সুন্দরবনে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরল। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি-সহ দেড় হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নে শামিল হতেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানান সদ্য দলত্যাগী কংগ্রেস কর্মীরা।

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন আনন্দ সরকার, তুষার মণ্ডল, মুকুল গাইনরা।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের পাটলি খানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চকপটলি হাইস্কুলে নবনির্বাচিত সভাপতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাঠে পথসভা চলাকালীন মিছিল করে এসে হাসনাবাদ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সোবান গাজি-সহ নেতা-কর্মী, সমর্থক ১৫০০ জন তৃণমূলে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি আনন্দ সরকার, তৃণমূলের শিক্ষক সেলের নেতা তুষার মণ্ডল। তৃণমূল নেতা মুকুল গাইনের উদ্যোগে প্রকাশ্য কর্মিসভায় তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। তাঁদের সাফ কথা, কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করা যাবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র পারেন বিজেপির মোকাবিলা করতে। নবনির্বাচিত সভাপতি আনন্দ সরকার বলেন, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা আসনে গতবারের থেকে বেশি ভোটে জিতিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেব।

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের থাবায় মৃত এক মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কাঁকড়া ধরতে গিয়ে অকালে বাঘের আক্রমণে প্রাণ গেল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম শম্ভু সরদার (৩২)। সুন্দরবন লাগোয়া কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারি এলাকার বাসিন্দা তিনি। রবিবার সকালে কুলতলির কাঁটামারি নদীঘাট থেকে নৌকা নিয়ে শম্ভু সরদার, অমৃত সর্দার, বিজয় সর্দার সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যান। সেই সময় বাঘ তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর দুই সঙ্গী বাঘের সঙ্গে লড়াই করেও বন্ধুকে রক্ষা করতে পারেননি। গুরুতর আহত অবস্থায় শম্ভুকে জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় কুলতলি থানার পুলিশ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তির এই মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে।

বাইকের গ্যারাজে আগুন, মৃত ১

প্রতিবেদন : হাওড়ার আন্দুলে বাইক সারানোর গ্যারাজে বিধ্বংসী আগুন। মঙ্গলবার দুপুরে সেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল গ্যারাজের মালিকের। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ঝালাইয়ের কাজ করার সময়ই আগুন লাগে। মৃতের নাম সন্দীপ দাস। গ্যারাজে বাইকের টায়ার-সহ প্রচুর দাহ্য বস্তু থাকায় দ্রুত আগুন ছড়ায়। পাশেই একটি রেস্তোরাঁ-সহ বেশ কয়েকটি দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তবে আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। তার পরই দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃত গ্যারাজ মালিকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাওড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উদ্ধার মাথার খুলি ও হাড়

সংবাদদাতা, বনগাঁ : পরিত্যক্ত ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এল মাথার খুলি ও হাড়! এই ঘটনায় বনগাঁ ঢাকাপাড়া এলাকায় আতঙ্ক। ব্যাগ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ। জানা গিয়েছে, হেলেঞ্চার বাসিন্দা ডাক্তারি পড়ুয়া শাশ্বতকুমার ঘোষের ব্যাগ সেটি। মঙ্গলবার বনগাঁ পুরসভার ঢাকাপাড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ দেখে এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। ব্যাগ খুলতেই ব্যাগের মধ্যে একটি মাথার খুলি ও কয়েকটি হাড় দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনগাঁ থানায়। পুলিশ এসে ব্যাগ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ওই ব্যাগের ছবি দেখে হেলেঞ্চার বাসিন্দা কলকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শাশ্বতকুমার ঘোষ দাবি করেন, ৩ নভেম্বর ট্রেন থেকে খোয়া গিয়েছিল তাঁর এই ব্যাগ। প্র্যাকটিক্যালে ব্যবহারের জন্য ব্যাগের মধ্যে মাথার খুলি ও হাড় ছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডুয়ার্সের ত্রাস চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি। বন দফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে

আমার বাংলা
19 November, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

পুলিশের সাফল্য, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হল চার নাবালিকা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : জেলা পুলিশের সাফল্য। চার নাবালিকাকে পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই শুরু হয় তল্লাশি। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে যাওয়ার আগেই রাস্তা থেকেই চার নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবারের ঘটনা। টাকার লোভ দেখিয়ে চার নাবালিকা পাচারের ছক কষেছিল দুষ্কৃতী দল। চারজন ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল এক মহিলাকেও। মঙ্গলবার ওই চার নাবালিকাকে অসমে পাচার করার প্ল্যান করেছিল দলটি। একটি স্কুলের সামনে থেকে দুষ্কৃতী দলের ওই মহিলা চারজন

নাবালিকাকে নিয়ে শিলিগুড়ি জংশনের দিকে যাচ্ছিল। তখনই কয়েকজন স্থানীয়র সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ওই মহিলা টের পেয়ে নাবালিকাদের ফেলে চম্পট দেয়। পুলিশ এসে চারজনকে উদ্ধার করে। ওই চার নাবালিকার কাছ থেকেই মহিলার বিবরণ নিয়েছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও। দ্রুত ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হবে, ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি বলে জানিয়েছে পুলিশ। মেয়েদের খুঁজে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে চার নাবালিকার পরিবার। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, পাচার এবং প্রতারণার ভিন রাজ্যের একটা গ্যাং কাজ করছে। এর আগেও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। এই চক্রের মাথা কে? কোথা থেকে অপারেট করা হচ্ছে গ্যাংটিকে এসব জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি বিধায়কের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল

■ নিজেদের পায়ের তলার মাটি খুইয়ে সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে বিজেপি। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হল জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। লাগাতার আন্দোলন হতে চলেছে কোচবিহার ২ ব্লকে। মঙ্গলবার জরুরি বৈঠক করে এমনটাই ঘোষণা করলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এই আলোচনায় ছিলেন কোচবিহার ২ ব্লকের সমস্ত অঞ্চল সভাপতি, চেয়ারম্যান, প্রধান, উপপ্রধান, মহিলা-যুব-আইএনটিটিইউসি, অঞ্চল সভাপতি ও ব্লক কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিশেষ মিটিং হয়েছে। অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার ২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজু দে-কে গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের এই ধরনের সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি।

শিশু অধিকার সপ্তাহ

■ উত্তর দিনাজপুর জেলার নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় রায়গঞ্জে পালিত হল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছিলেন মহকুমা শাসক তন্ময় ব্যানার্জি, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভি তেজা দীপক সহ অন্যরা। এদিন বিভিন্ন হোমের আবাসিক শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচ-গান খেলাধুলোর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজেরও আয়োজন করা হয় এদিন।

অভিযানে প্রশাসন

■ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে শাক-সবজি। সাধারণের সমস্যা সমাধানে ময়নাগুড়ি বাজারে হানা দিল প্রশাসনের বিশেষ প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং কৃষি দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেমে দেখা যায় শীতকালীন শাক-সবজির দাম স্বাভাবিকের থেকেও বেশি নেওয়া হচ্ছে। খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করল প্রশাসন।

কথা রাখল প্রতিনিধি দল, সামাজিক সুরক্ষায় নাম নথিভুক্ত মৃতদের ছেলের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এসআইআর আতঙ্কে মৃত রাজগঞ্জের ভুবনচন্দ্র রায় এবং সাতকুরার কমলা রায়ের বাড়িতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল গিয়ে কথা দেন তাঁদের ছেলেদের কাজের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সামাজিক সুরক্ষায় যেন ওদের নাম নথিভুক্ত করা হয় সে বিষয়ে আইএনটিটিইউসি'র জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সভাপতিকে বলা হয়েছে। সেইমতোই মঙ্গলবার সদর ব্লকের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র ভুবনচন্দ্র ও কমলার ছেলেকে নিয়ে জেলা শ্রম দফতরে যান। নাম নথিভুক্ত করার সবরকম ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, এসআইআর আতঙ্কে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে

■ শ্রমদফতরে মৃতদের ছেলের সঙ্গে শুভঙ্কর মিশ্র।

তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকবে তৃণমূল নেতৃত্ব। দ্রুত যাতে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসহায় পরিবারের পাশে দল সবসময় আছে।

প্রতিবাদে ব্যানার হাতে পথে নামল তৃণমূলের ইসলামপুরের লিগ্যাল সেলের প্রতিনিধিরা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে মঙ্গলবার ইসলামপুরে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রদর্শন করল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের লিগ্যাল সেল। এদিন ইসলামপুর আদালত চত্বর থেকে শুরু হয়ে ভিআইপি রোড হয়ে বাস টার্মিনাসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইসলামপুর

■ প্রতিবাদে শামিল আইনজীবীরা।

আদালত ইউনিটের সভাপতি গুরুদাস সাহা সহ অন্যরা। এত অল্প সময়ে এসআইআর করলে বহু বৈধ ভোটার বাদ যাবে। প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে সাধারণ মানুষ ধান কাটতে বা কৃষিকাজে ব্যস্ত, সেখানে কেন্দ্র সরকার কাগজ দেখানোর নামে তাদের নাজেহাল করছে। নোটবন্দির মতই ভোটবন্দি করতে চাইছে কেন্দ্র। কিন্তু বিহারের মতো বাংলার উপর জোর খাটাতে পারবে না বিজেপি। ২৬-এর নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দেবে। চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দোপাধ্যায়কেই নির্বাচিত করবে বাংলার মানুষ।

নিশীথকে গো-ব্যাক, কালো পতাকা

কোচবিহার : পরপর দুর্নীতি। মানুষের পাশে তাঁদের দেখা যায়নি। তাই পুরনো মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের গো-ব্যাকের মুখে পড়তে হল বিজেপির নিশীথ প্রামাণিককে। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের কাছে গাড়ি আসতেই কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে ছাত্র-যুবরা। প্রসঙ্গত, দিনহাটার গীতালদহে ২০১৮ সালের একটি খুনের মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে আসেন বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এর আগে দিনহাটা আদালত থেকে বের হওয়ার সময় দিনহাটার স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। প্রসঙ্গত, দিনহাটার মানুষ নিশীথের দুর্নীতিতে যে বিরক্ত তা প্রমাণিত।

দুর্যোগে ভেঙেছিল নদীর বাঁধ, একমাসের মধ্যেই নয়া নির্মাণ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : অক্টোবরের প্রবল দুর্যোগে ভেঙে গিয়েছিল সিসামারা নদীর বাঁধ। একমাসের মধ্যেই নয়া বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করল সেচ দফতর। মঙ্গলবার ওই কাজের শিলান্যাস করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই বাঁধ। সিসামারা নদীর তীরে প্রায় ৫৮০ মিটার বোল্ডার বাঁধ তৈরি হচ্ছে শালকুমার গ্রামকে বাঁচাতে। ৫ অক্টোবর সকালে ভুটান থেকে নেমে আসা প্রবল জলরাশি সিসামারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই বিপুল জলরাশি সিসামারা নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বাঁধ

■ বাঁধের শিলান্যাসে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। মঙ্গলবার।

ভেঙে ঢুকে যায় শালকুমার ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায়। জলের নিচে চলে যায় বেশ কয়েকটি গ্রাম। বন্যার কবলে পড়ে কয়েক হাজার মানুষ। এই বিষয়ে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, সিসামারা নদীর হাত থেকে শালকুমারের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের বাঁচাতে সেচ দফতর স্থায়ী বোল্ডার বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করল, এই মুহূর্তে ৫৮০ মিটার বাঁধের কাজ প্রথম অবস্থায় হবে, এবং পরে বাকি ভাঙা অংশেও বোল্ডারের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে।

৮
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

19 November, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগুনে সব নথিপত্র পুড়ে যাওয়ায় এসআইআর-আতঙ্ক, পাশে বিডিও

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : তিনদিন আগে আগুনে সব হারিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের ২ নম্বর নিশিন্দ্রা কলোনি পুকুরপাড় এলাকার অপূর্বকুমার বিশ্বাস। ঠাকুরঘরে রাখা প্রদীপ থেকে আগুন লেগে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এনটিপিসি-র ঠিকাশ্রমিক অপূর্ব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় নথি আগুনে পুড়ে যায়। তার পর থেকেই ওই পরিবার নথি না থাকার জন্য দেশ ছাড়তে হতে পারে, এমন আতঙ্কে ভুগছিল। প্রশাসন জানতে পেরে ইতিমধ্যে তাঁদের একপ্রস্থ ত্রাণ দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ফরাক্কা ২ নম্বর নিশিন্দ্রা কলোনিতে যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের দুই ছেলে অপূর্ব এবং বিষ্ণুকুমার থাকেন। অপূর্ব ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকাশ্রমিক। বিষ্ণু মালদা জেলায় শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে অপূর্বর স্ত্রী লক্ষ্মী, দুই কন্যা এবং এক সন্তান থাকেন। শনিবার সন্ধেয় লক্ষ্মী গৃহদেবতার পুজো সেরে ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্থানীয় মন্দিরে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয়রা সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ পান। ধুলিয়ান এবং এনটিপিসি থেকে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়িতে ঢুকে অপূর্বরা দেখেন টাকাপয়সা, সোনার গয়না, যাবতীয় নথি এবং ছেলেমেয়েদের বইপত্র পুড়ে খাক। তাতেই এসআইআর শেষে দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্ক চেপে বসেছিল। মঙ্গলবার সকালে অপূর্বকে বিডিও অফিসে ডেকে তাঁর হাতে তিনজন সদস্যের জন্য নতুন করে এসআইআর ফর্ম দিলেন বিডিও জুনায়েদ আহমেদ। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম প্রতিশ্রুতি দিলেন, ওই পরিবারের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করে দেবেন। বিডিও বলেন, মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে কীভাবে নতুন আধার এবং ভোটার কার্ড করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ত্রিপল, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

■ তিন সদস্যের জন্য নতুন করে এসআইআর ফর্ম দিলেন বিডিও।

ভোটাধিকারের দাবিতে অনশনে মমতাবালার নেতৃত্বে মতুয়ারা

লন্ডন ঘুরছেন শান্তনু!

■ টেমসের ধারে যখন ছুটি কাটাচ্ছেন বিজেপির মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, তখন ভোটাধিকারের দাবিতে আমরণ অনশনে মতুয়ারা।

প্রতিবেদন : মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। মতুয়া পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। একজনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না পড়ে সেই দাবিতে মতুয়ারা আমরণ অনশনে। নেতৃত্বে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। আর তখন বিজেপির মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কয়েক হাজার মাইল দূরে লন্ডনে টেমস নদীর প্রমোদভ্রমণে পরিবারের সঙ্গে। মতুয়াদের সঙ্গে এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে! মতুয়াদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে সাংসদ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন শান্তনু। তাঁদের লড়াইয়ে পাশে না থেকে ফুর্তি করছেন বিদেশে। তৃণমূল বিশ্বাসঘাতকদের একহাত নিয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, শান্তনু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। লন্ডন যেতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল সময়টা। যদি সত্যিই ছবিটা এই সময়ের হয় তাহলে এ তো মানুষের সঙ্গে প্রতারণা। বিজেপির এসআইআর চক্রান্তে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। চলছে ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্ত। আর তখন মতুয়াদের ঘরের মানুষ মমতাবালার নেতৃত্বে আমরণ অনশন চলছে। অনশনকারীরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন। কী বৈপরীত্য! বিজেপির মুখোশ খুলে দিয়েছে এই ঘটনা। আসলে এরা যে মেকি মতুয়াপ্রেমী তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই ছবিতে। একদিকে অনশন, অন্যদিকে লন্ডন। মানুষ বুঝে নিন তাঁদের পাশে কারা রয়েছে আর কারা ভোটের জন্য মুখোশ পরে মতুয়াপ্রেমী সেজেছে।

■ বেআইনি ডিজেল পাচার ধরে ফেলল পুলিশ। বীরভূমের মহম্মদ বাজারের খয়রাকুড়ি থেকে ১২ চাকার ট্যাঙ্কারে ১৪ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার করা হল।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের

সংবাদদাতা, মেমারি : পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে একসঙ্গে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। মেমারির দেবীপুর পূর্ব কাশিয়াড়াতে। রাজদীপ হাজরা (৪) ও সৌভিক হাজরার (৪) জলে ডুবে মৃত্যু হয়। তারা দুই খুড়তুতো ভাই। দু'জনে একসঙ্গে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলা করছিল। তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু হয়। বাড়ির লোক হঠাৎ দেখেন পুকুরের জলে ভাসছে তাদের দুই ভাইয়ের দেহ। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা দেখা হচ্ছে।

অপহরণ-মুক্তিপণ দাবি পুলিশের জালে দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঠিকানা বলার নাম করে এক ব্যক্তিকে অপহরণ এবং তার কাছে থাকা সোনার গহনা ও টাকা ছিনতাই করার পরেও মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রায় এক মাসের মাথায় পুলিশ গ্রেফতার করল এক অপহরণকারীকে। গত ১৭ অক্টোবর মঙ্গলকোটের বামুনপাড়া গ্রামের প্রাণগোপাল মণ্ডল বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ভাতারের কামারপাড়ায় আসেন। সেখানে প্রাণগোপালকে বনপাশের রাস্তা দেখানোর নাম করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর টাকাপয়সা, গহনা ছিনিয়ে নেওয়ার পর আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পাওয়ার পর প্রাণগোপাল ভাতার থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্তে নামে। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ভাতারের বামশোর গ্রাম থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে শেখ জিয়ারুল ওরফে টোকাইকে।

ট্রান্সফর্মার চুরি, জল বন্ধ ৩ গ্রামে

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সোমবার রাতে দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিএইচই দফতরের অধীনে থাকা গড়গড়া গ্রামে পাম্পঘরে ট্রান্সফর্মার চুরি হলে জল বন্ধ হয় গড়গড়া, হেতমপুর ও কেন্দুলা গ্রামে। চারজন এখানে ডিউটি করেন। এখানে কোনও নাইট গার্ড থাকে না। মঙ্গলবার ভোরে পাম্প চালাতে আসা দুই কর্মী দেখেন পাম্প হাউসে বিদ্যুৎ নেই। পাম্প হাউসে ঢুকে দু'জনের চক্ষুচড়কগাছ! দুষ্কৃতীরা ট্রান্সফর্মার খুলে তার ভেতরে থাকা সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। দুবরাজপুরের বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঠিকাকর্মীদের বিক্ষোভ জেলাশাসকের দফতরে

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সরকার নির্ধারিত মজুরি মেলে না, তাও বকেয়া রয়েছে চার থেকে ছয় মাস। নিয়মিত মিলছে না বোনাস, এরিয়ারও। এই পরিস্থিতিতে জেলা জুড়ে জল সরবরাহের কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্দোলনে নামলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পাম্প ও ভালভ অপারেটররা। নিজেদের দাবি নিয়ে আজ বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দফতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁরা। বাঁকুড়া জেলায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পানীয় জল সরবরাহের কাজে কমবেশি ১২০০ কর্মী নিযুক্ত। ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত এই কর্মীদের দায়িত্ব সময়মতো পাম্প চালানো, ভালভ খোলা-বন্ধ করা এবং পাইপ লাইনে ছোটখাটো মেরামতি করা। ঠিকাদারের মাধ্যমেই এই কর্মীদের দৈনিক হিসাবে মজুরি দেয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। কিন্তু এই কর্মীরাই এখন পড়েছেন মহা সঙ্কটে। এঁদের নির্ধারিত দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। সেই মজুরিও কারও ক্ষেত্রে বকেয়া চার মাস, কারও ছয় মাস। বারেবারে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে জানিয়েও লাভ কিছু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিতান্ত বাধ্য হয়ে আজ বাঁকুড়া জেলায় কর্মরত অপারেটররা জমা হন জেলাশাসকের দফতরে। সেখানে পাঁচদফা দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অবিলম্বে তাঁদের এই দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে জেলা জুড়ে জল সরবরাহের কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

পিংলা ও ডেবরায় চালু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

মৌসুমি হাইত • মেদিনীপুর

প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এলাকায় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে চালু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র। যেখানে সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল বিভাগের ডাক্তাররাও থাকবেন। দেওয়া হবে ওষুধ, রক্তের নমুনা-সহ একাধিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বিনামূল্যে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা এবং পিংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন রয়েছেন প্রায় ২৩-২৫ শতাংশ। এমন কিছু এলাকা রয়েছে, যেখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূর। সেই এলাকাগুলিতেই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র ঘুরবে। ক'দিন আগে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে শালবনিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জেলা জুড়ে প্রায় ১৩টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়ি প্রদান করা হয় হাসপাতালগুলিকে। মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, বিধায়ক অজিত মাইতি প্রমুখ ছিলেন সেখানে। ইতিমধ্যে ডেবরা এবং পিংলায় তা কাজ শুরু করেছে। উদ্বোধন করেছেন পিংলায় বিধায়ক অজিত মাইতি এবং ডেবরায় বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির। এই দুই ব্লকে প্রথম দিনেই প্রায় ১০০ দুঃস্থ মানুষ চিকিৎসা করান। আগামী দিনে আরও দুর্গম এলাকায় যাবে এই গাড়ি। জেলার সিএমওএইচ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গি জানান, জেলা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়ি পেয়েছে ১৩টি। দূর্গম এলাকায়, আদিবাসী, শবর, লোধা সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা হাসপাতাল আসতে পারেন না, এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।

■ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা করাচ্ছেন আদিবাসী মহিলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 November, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

মঙ্গলবার দুপুরে আসানসোল উত্তর থানার চাঁদমারির একটি বাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির জিনিসপত্র পুড়ে গেলেও কেউ হতাহত হননি

পাড়া শিবিরের মাধ্যমে এলাকা আলোকিত, উন্নত জলনিকাশি

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : দাসপুরের গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনামুই গোপীনাথ সংসদে সোলার লাইট বসানো হল। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শীতলচন্দ্র খাঁড়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরের মাধ্যমে এলাকার মানুষের দাবিমতো ওই সংসদে প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ করে ১০টি সোলার লাইট বসানো হয়েছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, প্রায় অন্ধকারে ডুবে থাকা এই রাস্তাঘাটগুলি দিয়ে রাতে যাতায়াতে খুব সমস্যা হত। তাই সোলার আলোগুলি লাগানোর ফলে এবার অন্ধকারমুক্ত আলোকিত ঝলমলে রাস্তা পাবেন এলাকার মানুষ। জানা গিয়েছে ওই সংসদে শুধু সোলার লাইটই নয়, আরও প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচে সোনামুই দোলইপাড়ায় নির্মিত হয়েছে নতুন কালভার্ট। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা আদক সামন্ত জানান, কালভার্ট না থাকায় বর্ষার সময় ওই এলাকায় জলনিকাশির ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যা ছিল। জলে ডুবে থাকত একাধিক চাষের জমি। তাই এলাকার মানুষ কালভার্টের দাবি জানিয়ে ছিলেন পাড়া শিবিরে। জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ তহবিল থেকে বরাদ্দ করা টাকায় এই কালভার্টটি নির্মাণ হওয়ায় সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। গোপীনাথ সংসদ এলাকার দুই প্রধান ও উপপ্রধান বলেন, মানুষের দাবি মিটিয়ে এই উন্নয়ন কাজ করে দেওয়ার জন্য পাড়ায় সমাধানের মতো প্রকল্প চালু করায় আমরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য গর্বিত। এলাকার মানুষও অত্যন্ত খুশি।

■ জেলা পরিষদের অর্থে গোপীনাথ সংসদে সোলার লাইট ও নবনির্মিত কালভার্ট।

জেলা পরিষদের সাড়ে ১২ লক্ষে হাসপাতালে চালু ওয়াটার এটিএম

বিষ্ণুপুর

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকায় বিষ্ণুপুর জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বসানো হল ওয়াটার এটিএম। সেখান থেকে রোগীর পরিবার বা হাসপাতালে আসা মানুষজন এক টাকায় পাবেন এক লিটার পরিশোধিত পানীয় জল, যার বাজার মূল্য ১৫ থেকে ২০ টাকা। হাসপাতালের রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ এই উদ্যোগ নেয়। জানা যায় জেলা পরিষদের তরফে এর জন্য পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে এই ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে একটি সাবমারসিবল পাম্প, পাওয়ারের জন্য সোলার সিস্টেম এবং জলের ট্যাঙ্ক। সামনে আছে পরিশোধিত পানীয় জল সংগ্রহ করার জায়গা। সেখানে এক টাকা দিলেই মিলবে এক লিটার পরিস্রুত পানীয় জল। ২ টাকায় মিলবে দু লিটার এবং ৫ টাকা দিলে মিলবে পাঁচ লিটার জল। এই জলের সাধারণত অনেক গুণ বেশি দাম পড়ে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তাই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করায় সহজেই অল্প খরচে হাসপাতাল চত্বরে আসা সমস্ত মানুষ পাবেন পরিশোধিত পানীয় জল। এতে খুশি রোগীর আত্মীয়-পরিজনেরা জানান এতদিন দূর থেকে জল এনে বা অনেক বেশি টাকা দিয়ে কিনে খেতে হত। এই ওয়াটার এটিএম বসানোয় তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে। এর জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হাসপাতাল সুপারের দাবি, হাসপাতালে পরিশোধিত পানীয় জলের প্রয়োজন ছিল। এই প্রজেক্ট হওয়ায় উপকার পাবেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায় জানান, মানুষের কাছ থেকে এক, দুই বা পাঁচ টাকা নেওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করা। সেটা টাকা কিনতে হলে আর হবে না।

■ ওয়াটার এটিএম উদ্বোধনে সভাধিপতি অনসূয়া রায়।

ভাশুরের অস্ত্রের কোপে জখম বউমা হাসপাতালে

সংবাদদাতা, নদিয়া : মঙ্গলবার ভোরে আচমকা নিজের ভাইয়ের স্ত্রীর গলায়, ঘাড়ে ধারালো হাসুয়ার কোপ বসিয়ে দিল উন্মত্ত ভাশুর। মারাত্মক জখম হয়ে বউমা হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। ঘটনা নদিয়া জেলার শান্তিপুরের। সাতসকালে বৌমা কমলা বিশ্বাসকে ধারালো হাঁসুয়ার কোপ মারে ভাশুর সুব্রত বিশ্বাস। মারাত্মক আহত রক্তাক্ত কমলার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে সুব্রতকে হাতেনাতে ধরে ফেলে গাছে বেঁধে রেখে খবর দেন শান্তিপুর থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে, কমলাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে রেফার করা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

■ কমলা বিশ্বাস।

অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম ভরা শেখালেন এসডিও

■ দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবে এনুমারেশন ফর্ম ভর্তি দেখিয়ে দিচ্ছেন এসডিও।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এসআইআর শুরুর পর থেকে বিএলওদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছিল। বাড়িতে না গিয়ে মন্দিরে, ক্লাবে বসে ফর্ম দেওয়ার বিস্তর অভিযোগ উঠছিল। এর পরেই অনলাইন ফর্মপূরণে জোর দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। অনলাইন ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হয় তা সাধারণ মানুষকে দেখাচ্ছেন মহকুমা শাসক। মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুরে প্রেস ক্লাবে টেবিল পেতে বসলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। তারপরেই তিনি বোঝাতে শুরু করলেন অনলাইন ফর্মপূরণে কতটা সুবিধা। ভুল কম হবে, নথি কম লাগবে, বাড়িতে বসে বা দেশের যে কোনও প্রান্তে বসে করাও যাবে। চিকিৎসক থেকে ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ সকলেই মহকুমা শাসকের কাছে বসেই করে নিলেন ফর্মপূরণ।

কলেজ হোস্টেলে মৃত ছাত্রের দেহ

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ওড়িশার খুরদা রোডের বিশ্বাস কলেজ অফ নার্সিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন খড়্গপুরের সাঁজোয়ালের বাসিন্দা মহম্মদ আজিমউদ্দিন। কিছুদিন আগেই বোনের বিয়েতে বাড়ি এসে কয়েকদিন থেকে পরীক্ষা থাকায় কলেজে ফিরে যান। সেখান থেকে গত ১৫ নভেম্বর বিকালে বাড়িতে ফোন আসে, ছেলে হোস্টেলের ঘরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। পরিবারের লোকজন তৎক্ষণাৎ রওনা দিয়ে কলেজে পৌঁছে দেখেন ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ মিথ্যে বলছেন। তাঁরা স্থানীয় থানায় তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেন। মঙ্গলবার ভোরে মৃতদেহ খড়্গপুরে বাসভবনে আসার পর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানাল তৃণমূল

সংবাদদাতা, মাধাইপুর : গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার মাধাইগঞ্জ কোলিয়ারি সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের জানানো হল সংবর্ধনা। ছিলেন গোগলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গঙ্গাধর গোস্বামী, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষ-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। গৌতমবাবু জানান, এলাকার ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ১৩ জন শিক্ষককে এদিন পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় বিধায়কের নির্দেশে। শিক্ষকরা বলেন, আমরা কেউ ১৫ বছর, ২০ বছর অথবা ২৫ বছর আগে অবসর নিয়েছি। কিন্তু এত বছর পরেও আমাদের কথা মনে রেখে আজ যেভাবে সংবর্ধিত করা হল তাতে আপ্লুত। অঞ্চল তৃণমূল সভাপতির ভূয়সী প্রশংসাও করেন প্রাক্তন শিক্ষকেরা।

বিকল্প হিসেবে লালবাগে জনপ্রিয় হচ্ছে সংকর প্রজাতির কুলচাষ

সংবাদদাতা, লালবাগ : গত কয়েক বছরের মধ্যে বিকল্প হিসেবে লালবাগ মহকুমায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সংকর প্রজাতির কুলচাষ। ঝুঁকি কম ও লাভজনক হওয়ায় এই চাষে কৃষকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। লালবাগ মহকুমার ভগবানগোলা, লালগোলা থানার বিভিন্ন এলাকায় ভারতসুন্দরী, আপেল, এলাচ ও চেরি এই চার ধরনের সংকর প্রজাতির কুলচাষ হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্থকরী ফসল হিসেবে চাষিদের কাছে জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। চিরাচরিত ধান, পাট, গম ও সবজিচাষের পাশাপাশি ভাগ্য ফেরাতে নতুন করে কুলচাষ শুরু করছেন চাষিরা। মুর্শিদাবাদ জেলা উদ্যানপালন দফতরের এক কর্তা বলেন, গত কয়েক বছরে আপেল, ভারতসুন্দরী প্রভৃতি সংকর প্রজাতির কুল

প্রথম থেকে বাজার দখল করে নেয়। রঙ ও সাইজের জন্য ক্রেতারা সহজেই আকৃষ্ট হন। প্রথম বছরে খরচ একটু বেশি হলেও পরবর্তী বছরে খরচ অর্ধেকেরও কম হয়। আবহাওয়ার হেরফেরে ফলন কম হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঠিকমতো পরিচর্চা করলে একটি গাছ থেকে ১০-১২ বছর পর্যন্ত ফলন মেলে। কুলচাষিরা বলেন, প্রথম বছর এক বিঘা জমিতে ১০-১২ ফুট অন্তর প্রায় ১৫০টি কলম চারা লাগানো হয়। কলম, জলসেচ, কীটনাশক, লেবার-সহ খরচ হয় ৩০-৩৫ হাজার টাকা। তবে পরের বছর থেকে খরচ কমে দাঁড়ায় বিঘা-প্রতি ১০-১৫ হাজার টাকা। প্রথম বছর প্রতি গাছ থেকে মেলে ২০-২৫ কেজি কুল। পরের বছর থেকে প্রতিটি গাছ থেকে ৭৫-৮০ কেজি ফল পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের কুর্মিটোলার বিশ্বনাথ বিশ্বাস পাঁচ বছর ধরে সাড়ে তিন বিঘা জমিতে এই কুল চাষ করছেন। তিনি বলেন, প্রথম দিকে আমদানি কম থাকায় পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি কুলের দাম ২৫-৩০ টাকা করে পেয়েছি। পরে জোগান বাড়ায় তা ১০-১৫ টাকা কেজিতে নেমে আসে। তা সত্ত্বেও এক বিঘা জমিতে কুলচাষ করে ৩৫-৪০ হাজার টাকা লাভ হয়।

■ ধাপায় নয়া জলপ্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুর-কমিশনার সুমিত গুপ্ত-সহ অন্য আধিকারিকরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু : বিষ্ণুপুরের এমআইটি মোড় সংলগ্ন ২ নম্বর রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মাধবপুরে তাপস হেমব্রমের (৩২)। সোমবার রাতে বাইকে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে যাচ্ছিলেন কাকিমাকে দেখতে। মোবাইল ভ্যানে টহলরত থানার অফিসারেরা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে তাঁকে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

১০
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

19 November, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাঁতনে সেতু তৈরির কাজের শিলান্যাস সাংসদ জুন মালিয়ার, খুশি এলাকাবাসী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল, খালের উপর ছিল না পোক্ত সেতু। এবার সেই জায়গায় তৈরি হতে চলেছে পাকা সেতু। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন বিধানসভার চক ইসমাইলপুর পঞ্চায়েতের চোরপালিয়া গ্রামে নতুন সেতু নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া। জানা গিয়েছে, সাংসদ তহবিলের প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এই সেতু। এদিন কাজের ফলক উন্মোচন তথা শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাঁতন ১ বিডিও উৎপল সর্দার, পঞ্চায়েত প্রধান বিপ্লব ঘোড়াই-সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় চোরপালিয়া খালের উপর থাকা সেতুটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে এলাকার মানুষজন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতেন।

সেতু নির্মাণকাজের শিলান্যাস করছেন সাংসদ জুন মালিয়া।

একাধিকবার প্রশাসনকে জানানোর পর স্থানীয় বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধানের আবেদনে সেতু নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন সাংসদ। স্থানীয়রা জানান, এই সেতু নির্মাণ হলে বেশ কয়েকটি গ্রামের যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে যাবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বিপ্লব ঘোড়াই বলেন, চোরপালিয়া গ্রামের মাঝে থাকা খালের উপর কংক্রিটের পুরনো ব্রিজটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে যাতায়াতের সমস্যা ছিল। আশা করছি, দ্রুত তৈরি হবে সেতুটি। সাংসদ জানান, লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে মানুষ আবেদন করেছিলেন। সেই মতো ব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। দাঁতনের মোগলমারিতে জয় জোহার মেলাতেও যান সাংসদ। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার দেন।

আদিবাসীদের নৃত্যেও অংশ নেন। দাঁতনের ঘোলাইতে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন। নিজের হাতে এসআইআর ফর্ম পূরণ করে দেন সাংসদ। ছিলেন দাঁতন ১ ব্লক সভাপতি মণিশঙ্কর মিশ্র ও অন্যরা।

এসআইআর নিয়ে উদ্বিগ্ন বৃদ্ধাবাসের আবাসিকরা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অনেকেই জানেন না ২০০২ সালে তাঁরা কোথায় ছিলেন! অনেকের হয়তো তাঁর নিজের পরিবারের সঙ্গে নাম ছিল, কিন্তু বর্তমানে ওঁরা অধিকাংশ কাগজে-কলমে অতীতবিহীন। বর্তমান ঠিকানা আদ্রা শহরের পাশে এক সরকারি বৃদ্ধাশ্রম। এখানে এমন অনেক আবাসিক আছেন যাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড কিছুই নেই। তাই এসআইআর শুরু হতেই ফাঁপরে পড়েছেন তাঁরা। তাহলে কি অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে তাড়ানো হবে তাঁদের! যদিও পাশে রয়েছেন বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ। পাশে রয়েছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনও।

মণিপুরের এই আবাসে থাকেন ভবঘুরে, পরিবার থেকে

পুরুলিয়া

পরিত্যক্ত, কুষ্ঠরোগমুক্ত কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এঁদের অনেকে দীর্ঘদিন আছেন এখানে। ফলে তাঁদের ভোটার কার্ড আছে। ফর্মও এসেছে। কিন্তু অনেকে পরে এসেছেন। অনেকের ঠিকানাও অজানা। তাঁরা তালিকায় নেই। ওই বৃদ্ধাবাসের সাধারণ সম্পাদক নবকুমার দাস বলেন, আমরা অনেকের নাম ভোটার তালিকায় তুলিয়েছি। কিন্তু তা তো ২০০২-এর পরে। তাই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক বিবেক পঙ্কজ বলেন, সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজা হচ্ছে। আপাতত নাম না থাকলেও ফর্ম পূরণ করুন আবাসিকরা। আমরা তাঁদের শুনানির জন্য ডাকব। যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, তাঁরাও নাম তোলার জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে পারবেন।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু দেড় মাস বন্ধ, ব্যাপক যানজট

খেয়াঘাট দিয়ে পারাপার হচ্ছে যানবাহন।

সংবাদদাতা, নদিয়া : কিছুদিন আগেই নদিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষে জানানো হয়েছিল, মেরামতির জন্য আগামী ৪৫ দিন নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। তার মানে, এই ইংরেজি বছরে আর গৌরাঙ্গ সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। তার প্রভাব পড়ল শান্তিপুরে। বড়, ছোট এবং মাঝারি যানবাহনের লম্বা লাইন শান্তিপুরের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাট কালনা এবং গুপ্তিপাড়ায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে পণ্যবোঝাই গাড়িগুলিকে। পূর্ব বর্ধমান, কালনা এবং হুগলি যোগাযোগের একমাত্র ওভারব্রিজ ছিল নবদ্বীপে। বেশিরভাগ যানবাহন নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু দিয়ে যাতায়াত করত। সেই সেতু মেরামতের জন্য ৪৫ দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় পূর্ত দফতর। সেই নির্দেশিকা জারির পর একাধিক গাড়িকে দেখা যায় শান্তিপুরের কালনাঘাট এবং গুপ্তিপাড়াঘাট দিয়ে পারাপার হতে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পণ্যবোঝাই গাড়িগুলিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। গাড়ির চাপ বাড়লেও চালকদের দাবি, ভাড়া অপরিবর্তিত রয়েছে। চালক থেকে শুরু করে স্থানীয়দের দাবি, যদি শান্তিপুরে ভাগীরথী নদীর উপর একটি ব্রিজ তৈরি করা হয় তাহলে সুরাহা হতে পারে।

কনটেন্ট লেখকদের মিলনমেলায় গোলমাল

প্রতিবেদন : সোশ্যাল মিডিয়াতে কনটেন্ট লিখিয়েদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আর সেখানেই দেখা গেল ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। বীরভূম জেলার সিউড়ির হাটজনবাজারের ঘটনা। সোশ্যাল মিডিয়ার পেজের বাইরেও কনটেন্ট লেখকরা যাতে একে অপরের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে পারে, তার জন্যই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেই 'মিট-আপ'-এ গলাগলির বদলে হাতাহাতির উপক্রম হল। এমনককী বিরিয়ানি ও মেডেল নিয়ে কাড়াকাড়িও করতে দেখা গেল।

কাঁথির সমবায় পরিচালন সমিতিতে পর্যুদস্ত গদ্দাররা

প্রতিবেদন : কাঁথিতে সমবায় নির্বাচনে গত সেপ্টেম্বরে গদ্দারদের দল বিজেপিকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল তৃণমূল। সেই সমবায় সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনে ৫২টি আসনের ৪৮টিই পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ওই বিপুল জয়েই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরিচালন সমিতির রাশ কাদের হাতে যেতে চলেছে। পরের ধাপে পরিচালন সমিতির নির্বাচনের জন্য সোমবার ছিল মনোয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। শাসকদলের প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও বিজেপি-সহ অন্য বিরোধী দল একটিও মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ভাবেই ঘোষণা করা হল। তৃণমূল সমর্থিত সকল প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন। জয়ের খবর পেতেই সবুজ আবির ওড়ে কাঁথিতে। উল্লাসে ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূলের এই জয়ে বিজয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশপ্রাণ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস ভুঁইয়া, ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অজয় সাউ এবং দারিয়াপুর অঞ্চল সভাপতি দীপক গিরি।

আনোয়ার ফিরছে বাংলাদেশে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : নিজের খেয়ালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ১৫ বছরের কিশোর আনোয়ার এসে পড়েছিল ভারতে। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায় পুলিশের নজরে পড়লে, তাকে চাইল্ড লাইনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কামাখ্যাগুড়ি তপোবন হোমে। আনোয়ার কথা বলতে পারত না। তপোবনে দীর্ঘ সাত বছর কাটিয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশের পথে রওনা হয়েছে আনোয়ার। ২০১৮-র শুরুতে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে যখন ভারতে এসেছিল তখন বয়স মাত্র ১৫। বিশেষভাবে সক্ষম ওই কিশোর হোমে ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকত। হোম কর্তৃপক্ষ প্রথমে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে পরে জেলা হাসপাতালে টানা চিকিৎসা চলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ নীলাদ্রি নাথের কাছে। ২০২৪-এর প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আনোয়ার বাংলাদেশের বাড়ির ঠিকানা, বাবার নাম সবকিছু বলতে শুরু করে। হোম কর্তৃপক্ষ আনোয়ারের দেওয়া তথ্য জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে পাঠায়। গত অগাস্টে হাইকমিশনের জানায় তথ্য ঠিক। তাকে পরিবারের কাছে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

৫০ হাজার কর্মসংস্থান

(প্রথম পাতার পর)

জন্য আবেদন গ্রহণ করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১৩,৪২১টি শূন্যপদের জন্য এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই আপার প্রাইমারি স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার একটি স্বচ্ছ নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান হবে বলে শিক্ষা দফতর আশাবাদী। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আগামীকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাদের অনলাইন পোর্টাল উন্মুক্ত করতে চলেছে, যেখানে টেট উত্তীর্ণ যোগ্যপ্রার্থীরা সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন জানাতে সক্ষম হবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রজ্ঞা, পথনির্দেশ ও সদর্থক অভিভাবকত্বে এই নিয়োগ-প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ভিতকে আরও সুদৃঢ় করতে চলেছে— এ কথা বলাই বাহুল্য।

নিয়োগের ইন্টারভিউ

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং ই-ইনফরমেশন শিট রাখতে হবে। তাতে অবশ্যই যেন রোল নম্বর আইডি লেখা থাকে। এছাড়াও, সচিত্র পরিচয়পত্র যেমন আধার, প্যান, পাসপোর্ট এবং জাতিগত শংসাপত্র রাখতে হবে।

বিশেষ ভাবে সক্ষম বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজ সঙ্গে রাখতে হবে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি বৈধ কাগজের স্বাক্ষর তারিখ ২১ জুলাই ২০২৫-এর আগের হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে, স্নাতকোত্তরের শংসাপত্র ও অরিজিনাল মার্কশিট বহন করতে হবে। টেট পাশ সার্টিফিকেট এবং কোথা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সেই বিষয়ে যাবতীয় নথিও আনতে হবে সঙ্গে। শিক্ষকতার পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রমাণ আনতে হবে। এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তরফে দেওয়া চিঠি সঙ্গে রাখতে হবে।

সমস্ত নথির আসল স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপিও সঙ্গে রাখতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই ব্যাঙ্ক ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেলেন বেঙ্গালুরুর ৪৫ বছর বয়সের শক্তিভেল। টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে পাতা ফাঁদে ৪২ লক্ষ টাকা তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক চক্র। শুরু হয়েছে তদন্ত

দিল্লি দরবার

19 November 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

বিদেশি টাকা, তোলাবাজি

ফুলেফেঁপে উঠেছিল আল-ফালহার তহবিল গ্রেফতার প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি: বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়মিতভাবে ঢুকত দিল্লি বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা হরিয়ানার আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজের ফান্ডে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশের বড়মাপের প্রোমোটারদের কাছ থেকেও টাকা তুলত মহিলা জঙ্গি চিকিৎসক শাহিন শাহিদের ভাই। এই নিয়েও এবার তদন্তে নামলেন গোয়েন্দারা। আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জাভেদ আহমেদ সিদ্দিকিকে।

বিশ্বের কোন কোন দেশ থেকে জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর এই মেডিক্যাল কলেজে মোটা টাকা পাঠানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সারাদিন দিল্লি এবং হরিয়ানায় আল ফালহা মেডিকেল কলেজের অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগে তল্লাশি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সৌদি আরব, তুরস্ক, সিরিয়ার মতো দেশগুলি থেকে মোটা অঙ্কের আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে। মঙ্গলবার সাতসকালেই ইডির দল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিল্লির ওখলা অফিসে হানা দেয়। একইসঙ্গে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫টি জায়গায় ইডির প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছেন। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে যুক্ত গোয়েন্দারা বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন ধৃত জঙ্গিদের জেরা করে। আল ফালহা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত মহিলা জঙ্গি চিকিৎসক শাহিন শাহিদের ভাই ডাক্তার পারভেজ আনসারি উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রোমোটারদের থেকে টাকা তুলত। এই টাকাই ব্যবহার করা হত টেরর সিন্ডিকেটে, দাবি গোয়েন্দাদের।

এদিকে উমরের একটি ভিডিও বার্তা হঠাৎই প্রকাশ্যে। স্যোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল টেলিগ্রামে এই ভিডিও বার্তা প্রকাশ পেয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে আত্মঘাতী হামলার বেশ কিছুদিন আগেই সে এই বার্তা রেকর্ড করায়। সেখানে স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণে কেন আত্মঘাতী বোমারু তৈরি করা হয়, সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে সে। আত্মঘাতী বোমারুদের নিয়ে বেশির ভাগেরই ভুল ধারণা রয়েছে বলেও ভিডিওতে দাবি উমরের।

যোগীরাজ্যে অপদার্থ প্রশাসনের পরিণতি

গণধর্ষণের অভিযোগ জানাতে গিয়ে পুলিশেরই ধর্ষণের শিকার মহিলা

লখনউ: গণধর্ষণের প্রতিকার চাইতে গিয়ে আবার পুলিশেরই গণধর্ষণের শিকার হলেন নির্যাতিতা। শুধুমাত্র এইটুকু করেই থেমে যায়নি পুলিশ, রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে ওই মহিলার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা হাতিয়েও নিয়েছে তারা। ন্যক্কারজনক এবং ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্যের বুলন্দশহরে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা রাজ্যে। আমজনতার অভিযোগ, যোগী প্রশাসনের অপদার্থতার কারণেই ঘটে গেল এত লজ্জাজনক ঘটনা। ঠিক কী হয়েছিল ব্যাপারটা? বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। ৪ যুবক মিলে ধর্ষণ করেছিল ২৮ বছরের ওই মহিলাকে। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। কিন্তু পুলিশের কাছে সুবিচার পাওয়া তো দূরের কথা, খুরজা এলাকার ২ পুলিশকর্মী তাঁকে দু'দিন ধরে আটকে রেখে তাঁকে আবার ধর্ষণ করে। সবমিলিয়ে অবশ্য ৪ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। গত সপ্তাহে আইজি আর এস পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।

নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, কয়েকমাস আগে ৪ যুবক তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আলিগড়ে। সেখানে ৪৮ দিন ধরে আটকে রাখা হয় তাঁকে। মাদক খাইয়ে বারবার গণধর্ষণ করা হয় তাঁকে। সুযোগ বুঝে ধর্ষকদের ডেরা থেকে কোনওরকমে পালিয়ে যান মহিলা। সমস্ত বিষয়টি জানান পুলিশকে। কিন্তু সেখানেও লোলুপ পুলিশের কুনজর। এক সাব-ইন্সপেক্টর নিজের বাড়িতে ডাকে নির্যাতিতাকে। সরল বিশ্বাসে তিনি সেখানে গেলে তাঁকে দু'দিন ধরে ধর্ষণের পালা। আর এক পুলিশকর্মী আবার নগদ ৫০ হাজার টাকা জোর করে আদায়ও করে অসহায় ওই মহিলার কাছ থেকে। বিচার পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতার স্বামী থানায় গেলে তাঁকেও আটকে রেখে মারধর করা হয়। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকিও দেওয়া হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অভিযুক্ত ২ পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হলেও এখনও গ্রেফতার করা হয়নি তাদের। গ্রেফতার করা হয়েছে মাত্র একজন অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার অভিযোগ, অভিযুক্তদের সঙ্গে প্রভাবশালীদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাদের আড়াল করছে পুলিশ।

চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন, ঝলসে মৃত্যু সদ্যোজাত, চিকিৎসক সহ ৪ জনের

আমেদাবাদ: মর্মান্তিক! আচমকাই আগুন অ্যাম্বুল্যান্সে। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথে ঝলসে মৃত্যু হল এক সদ্যোজাত এবং সঙ্গে থাকা চিকিৎসক, নার্স-সহ মোট ৪ জনের। অভিশপ্ত ওই অ্যাম্বুল্যান্সে ছিলেন সদ্যোজাতের বাবা-মাও। মৃত্যু হয়েছে বাবারও। মঙ্গলবার সকালে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে মোদিরাজ্যের আরাবল্লি জেলার মোদাসা শহরে। তবে আগুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, জন্মের পরেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। সেই কারণেই মোদাসার হাসপাতাল থেকে আমেদাবাদের অন্য একটি বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শিশুটিকে। পথে দেখভালের জন্য শিশুটির বাবা-মা ছাড়াও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একজন চিকিৎসক এবং নার্সকে। ছিলেন ২ আত্মীয়। মোদাসা-ধানসুরা রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় আচমকাই আগুন ধরে যায় অ্যাম্বুল্যান্সে। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে

পিছনের দরজা-জানলা খোলা বা ভাঙার সুযোগ পাননি যাত্রীরা। শুধুমাত্র চালক এবং তাঁর পাশের আসনে বসা শিশুর ২ আত্মীয় গুরুতর দগ্ধ হয়েও লাফিয়ে পড়েন নিচে। কিন্তু ভেতরেই ঝলসে মৃত্যু হয় সদ্যোজাত শিশুটির, তার বাবা জিগনেশ মোচি, চিকিৎসক শান্তিলাল রেন্টিয়া এবং নার্স ভুরিবেন মনতের।

তরুণীর গলা কেটে খুন সেনাকর্মীর

প্রয়াগরাজ: যোগীরাজ্যে বিজেপির অপশাসনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হয়েছে তার প্রমাণ মিলল আবার। এক তরুণীকে অপহরণ করে খুন করল এক সেনাকর্মী। অভিযুক্ত সেনাকর্মীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেও ওই তরুণীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল সে। কিন্তু তরুণী রাজি না হওয়ায় তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করল সেনাকর্মী। দেহ পুঁতে দিল মাটিতে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্যের প্রয়াগরাজে। পুলিশ জানিয়েছে, দীপক নামে অভিযুক্ত ওই সেনাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, গত ১০ নভেম্বর দীপক ডেকে পাঠায় মেয়েটিকে। বাইকে করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে মেয়েটির গলা কেটে নেয় সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই নির্যাতিতার।

গাড়িতে তুলে ধর্ষণ

নালন্দা: বিজেপি-নীতীশ বিহারে ক্ষমতায় ফিরতে না ফিরতেই ফের শুরু জঙ্গলরাজ। ঘুরতে যাওয়ার নাম করে এক কিশোরীকে গাড়িতে তুলে ধর্ষণ করল বন্ধু সুকেশ কুমার। তারপরে গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নির্যাতিতাকে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নালন্দা-পাটনার সীমান্ত এলাকায়।

দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া

নয়াদিল্লি: সংসদে 'প্রশ্নের বিনিময়ে ঘুষ'-এর অভিযোগে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে লোকপাল । তাকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাই কোর্টের মামলা করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। আদালত তাঁর মামলা গ্রহণ করেছে। শুক্রবার মামলার শুনানি।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে চার সপ্তাহে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে লোকপাল। তবে, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। লোকপালের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মহুয়া। যে প্রক্রিয়ায় লোকপাল সিবিআই-কে অনুমতি দিয়েছে, তাও ত্রুটিপূর্ণ বলেও অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের। তাঁর মামলা গ্রহণ করছে বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথ শঙ্করের বেঞ্চ।

দিল্লির আদালত, স্কুলে বোমাতঙ্ক, বন্ধ কাজকর্ম

নয়াদিল্লি : দিল্লির বিস্ফোরণের সবে মাত্র এক সপ্তাহ পার হয়েছে। এখনও স্বাভাবিক হয়নি লালকেল্লা লাগোয়া অঞ্চল। মানুষের চোখে এখনও আতঙ্ক। তদন্তকারীরাও তল খুঁজে চলেছেন বিস্ফোরণ রহস্যের। এরমধ্যে মঙ্গলবার আবার বোমাতঙ্ক রাজধানীতে। সকালে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে রাজধানীর চারটি নিম্ন আদালত এবং একাধিক সিআরপিএফ স্কুলে। ই-মেইল মারফত পাঠানো হয়েছে ওই হুমকি বার্তা।

সকাল ৯টা নাগাদ ই-মেইলে পাঠানো হুমকি বার্তায় লেখা ছিল, ওই জায়গাগুলিতে মঙ্গলবারই বোমা হামলা চালানো হবে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ামাত্রই আদালত চত্বর খালি করে দেন কর্মীরা। বন্ধ রাখা হয় শুনানি-সহ অন্য যাবতীয় কাজ।

দিল্লির দ্বারকা, সাকেত, পাটিয়ালা হাউস এবং রোহিণী আদালতে ওই হুমকি ই-মেইল পাঠানো হয়। একই সময়ে প্রশান্ত বিহার এবং দ্বারকায় অবস্থিত দু'টি সিআরপিএফ স্কুলকেও একই বার্তা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়া, শিক্ষক ও কর্মীদের বার করে দিয়ে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। চলে তল্লাশি।

ফের একবার বিশ্ব জুড়ে বিভ্রাট দেখা দিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায় কাজকর্ম। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সারা বিশ্ব থেকে এক্স দফতরে প্রায় ১০ হাজার অভিযোগ জমা পড়ে

এসআইআর

স্থগিতের আর্জি নিয়ে ফের মামলা

নয়াদিল্লি : এসআইআর ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তামিলনাড়ুর স্ট্যালিন সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে। এবার সেই পদক্ষেপ অনুসরণ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকার। অবিলম্বে স্থগিত করা হোক ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর, এই দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেরল সরকার। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কেরল সরকার যে যুক্তি পেশ করেছে তা হল, কেরলে এখন পুরসভাগুলির নির্বাচনপর্ব চলছে। এই সময়ে রাজ্যে এসআইআর করা হলে সেখানে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হবে। কেরল সরকার জানিয়েছে, এসআইআর-এর জন্য ১,৭৬,০০০ সরকারি কর্মী এবং আরও ৬৮,০০০ পুলিশকর্মী প্রয়োজন। আবার ৯ এবং ১১ ডিসেম্বর পুরসভা নির্বাচনের জন্যও বহু সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। তাই একই সঙ্গে এই দুটি 'বড় প্রক্রিয়া' চালানো কার্যত অসম্ভব। ২৬ নভেম্বর এসআইআর সংক্রান্ত মূল মামলার শুনানির সঙ্গেই হতে পারে কেরল সরকারের দায়ের করা এই মামলার শুনানি।

মাথার দাম ছিল ৫০ লক্ষ, গুলির লড়াইয়ে নিহত মাওবাদী হিডমা

অপারেশন অক্টোপাসে ধৃত ৩২

সুকমা : গত এক দশকে নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে মাওবাদী গেরিলাবাহিনীর তরফে প্রায় দু'ডজন অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ছত্তিশগড়ের সেই আদিবাসী মাওবাদী নেতা হিডমা এবার গুলির লড়াইয়ে নিহত। তাঁর মাথার দাম ধরা হয়েছিল ৫০ লক্ষ টাকা। মাওবাদীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর একাংশের বিশ্বাসঘাতকতাই ধরিয়ে দিল তাঁকে। মঙ্গলবার সকালে ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলা লাগোয়া অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির তরুণতম সদস্য মাধবী হিডমা।

মঙ্গলবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানার সীমান্তে মারেদুমিলির জঙ্গলে মাওবাদী শীর্ষনেতার উপস্থিতির খবর পেয়েই তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। মাওবাদীদের দলটিকে ঘিরে ফেলে অভিযান চালায় পুলিশ। শুরু হয় দু'পক্ষের প্রবল গুলির লড়াই। পুলিশ সূত্রে খবর, সংঘর্ষে হিডমা-সহ ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হিডমার স্ত্রী রাজে ওরফে রাজাক্কাও। নিহত মাওবাদীদের মধ্যে বাকিরা হলেন চেল্লুরি নারায়ণ ওরফে সুরেশ, এসজেডসিএম ও টেক শঙ্কর, মল্লা এবং দেবে।

বহুদিন ধরেই হিডমার খোঁজ চলছিল। অবশেষে মাওবাদীদের সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার পুলিশের হাতে আসেন মাওবাদী কমান্ডার। মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে পশ্চিম গোদাবরী জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। তাতে মাও শীর্ষনেতা হিডমা-সহ ছ'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হিডমার মাথার দাম ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ২৬টিরও বেশি হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল হিডমার নাম। ২০১১ সালে নিহত মাওবাদী নেতা মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজির ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি গত ১৪ অক্টোবর ৬০ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে আত্মসমর্পণ করেন। মাওবাদী পলিটব্যুরোর এই প্রাক্তন সদস্যই হিডমার গতিবিধির খবর পুলিশকে দিয়েছিলেন বলে মাওবাদীদের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে। এর আগে গত মে মাসে মাওবাদী সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু নিহত হওয়ার পরেও উঠে এসেছিল মাওবাদীদের অন্দরের বিশ্বাসঘাতকতার তত্ত্ব।

স্বাস্থ্যে সেরা বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

ইসিজি, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং আরও অনেক কিছু।

- মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে রোগীদের উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানো হবে।
- জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আল্ট্রাসাউন্ড পরিষেবা চালু করা হয়েছে
- বর্তমানে ১১০টি ইউনিট কার্যকর, বাকি ইউনিটগুলি শীঘ্রই চালু হবে।
- এই প্রকল্পে মোট ৮৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং মাসিক ২.৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে এই রক্ষণাবেক্ষণে।

তৃণমূল সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নেও কাজ করে চলেছে। তারও একাধিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য বাজেট ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-'১১ সালে ৩,৫৮৪ কোটি টাকা থেকে বাজেট বেড়ে ২০২৫-'২৬ সালে দাঁড়িয়েছে ২১,৩৫৫ কোটি টাকা।
- রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধ— প্রতি বছর ব্যয় প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা।
- স্বাস্থ্য সাথীতে প্রতি পরিবার ৫ লক্ষ টাকার ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন। ২.৪৫ কোটি পরিবার তথা ৮.৭২ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন।
- স্বাস্থ্য ইঙ্গিত টেলিমেডিসিনে প্রতিদিন গড়ে ৯০,০০০ জনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৬.৯ কোটি মানুষ উপকৃত।
- চোখের আলোয় ২৬ লক্ষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং ৩৪ লক্ষ চশমা বিতরণ হয়েছে।
- শিশু সাথী প্রকল্পে শিশুদের জন্য ৬৪,০০০টি সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে, ব্যয় হয়েছে ৩০৭ কোটি টাকা।
- শিশুমৃত্যুর হার ২০১১ সালের থেকে ৩৪— ২০২৫ সালে কমে ১৯— প্রমাণ করে, যত্ন নিলে পরিবর্তন সম্ভব।

ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থা বাংলায়

- ১৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ১৩,৫০০-এর বেশি 'সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।
- ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৭টি মা ও শিশু হাব, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান এবং ১৫৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু হয়েছে।
- হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ৪০,০০০ বৃদ্ধি পেয়ে এখন মোট ৯৭,০০০।
- ৪৯টি ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে : লেভেল-১ ট্রমা ফেসিলিটি শুরু হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে।
- বেলুড়ে যোগা ও ন্যাচারোপাথি চিকিৎসা কলেজ এবং এসএসকেএম হাসপাতালে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক ও মানব দুধ ব্যাঙ্ক (মধুর স্নেহ) চালু হয়েছে।
- ১৪,০০০ চিকিৎসক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। নার্সিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে ৪৫১, এবং আসন সংখ্যা ২,২৬৫ থেকে বেড়ে ২৮,৫৪৭।
- প্রত্যেক আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে স্মার্টফোন কেনার জন্য— ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে।
- টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়েছে দুটি অ্যাডভান্সড ক্যানসার হাব (কলকাতা ও উত্তরবঙ্গে) গড়ে তোলার জন্য, এছাড়াও মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও সাগর দত্তে আঞ্চলিক ক্যানসার সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে।

ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ : অ্যামনেস্টি

নয়াদিল্লি : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাঁদের অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায় দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থার মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড এক বিবৃতিতে বলেন, এই রায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না; বরং মানবাধিকার লঙ্ঘন আরও বাড়ায়। অ্যামনেস্টির অভিযোগ, মামলাটি অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচার করে রায় দেওয়া হয়েছে, যা ন্যায়বিচারের মানদণ্ডকে সর্বার্থে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অ্যামনেস্টির পক্ষ থেকে এর সমালোচনায় বলা হয়েছে, আদালত-নিযুক্ত আইনজীবী পেলেও আত্মপক্ষ সমর্থন ও আইনি প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি, এমনকী পরস্পরবিরোধী প্রমাণ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগও পাননি অভিযুক্তপক্ষ। বিবৃতিতে সংস্থার মহাসচিব বলেন, 'জুলাই–অগাস্ট ২০২৪-এ ছাত্র নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে সংঘটিত ভয়াবহ মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ীদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায়সঙ্গত বিচারের মুখোমুখি করা জরুরি। কিন্তু এই মামলা ও রায় ন্যায়সঙ্গত বা সুষ্ঠু কোনওটাই নয়। ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার চান, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। এটি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তি—যার স্থান কোনও বিচারব্যবস্থায় নেই।

ক্ষোভ রাষ্ট্রসংঘেরও

নয়াদিল্লি : মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের আদালত যে পদ্ধতিতে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে তাতে অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংগঠন। সোমবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাসিনার ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেছে। ট্রাইবুনালের রায় ঘোষণাকে এক 'গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত' বলে ব্যাখ্যা করলেও হাসিনাকে ফাঁসির সাজায় আপত্তি জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংগঠন। হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল রায় ঘোষণার পর এক বিবৃতি প্রকাশ করেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংগঠনের মুখপাত্র রবিনা শামদাসানি। তিনি বলেন, এই রায় বাংলাদেশে গত বছরের বিক্ষোভের সময়ে দমন পীড়নের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, এই মামলার ক্ষেত্রে যেভাবে অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়া চলেছে এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগে যাতে ন্যায়বিচারের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি যথাযথ থাকে, তা নিশ্চিত করার কথা ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংগঠন। মুখপাত্রের বক্তব্য, মৃত্যুদণ্ডের রায়ের জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি। আমরা সমস্ত পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করি।

ত্রিপুরার সোনামুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে বৈঠক। ছিলেন যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা।

রঘুনাথপুরে আরও ৯ হাজার কোটি লগ্নি

(প্রথম পাতার পর)

ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ কারখানা করেছে। সেখানেই তারা আরও ২ হাজার কোটি বিনিয়োগ করবে। রশ্মি শিল্পগোষ্ঠী নতুন কারখানা তৈরি করবে। যেখানে বিনিয়োগ হবে ৫,৬৫৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে নক্ষিত গ্রুপ কারখানা তৈরিতে লগ্নি করছে ১,৪৪০ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরেই বিনিয়োগ হবে। জমির সমস্যা নেই। জল এবং বিদ্যুৎও চাহিদা অনুযায়ী মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে উপরি পাওয়া রঘুনাথপুর, বড়জোড়া, হলদিয়ায় ফ্রেট করিডর তৈরি করা। যে কারণে শিল্পপতিরাও রঘুনাথপুরে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন। কারখানা তৈরি হয়ে গেলেই আগামী দিনে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর আগামী দিনের 'ভিশন' সফল করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের দিনে শিশুর খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি ও ডি-সমৃদ্ধ ফলমূল, দুগ্ধজাত খাবার রাখলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। অবশ্যই প্রয়োজন নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম

স্টেথোস্কোপ

শিশুর শরীরে অচেনা বিপদ

শীতের কুয়াশা-ঢাকা ভোরে যখন নিঃশ্বাসে জমে শিশির— ঠিক তখনই কিছু অচেনা রোগ নিঃশব্দে ঘিরে ফেলে শিশুদের জগৎ। না-বুঝে আমরা উপেক্ষা করি, কিন্তু ওইগুলোই ডেকে আনতে পারে ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্যসংকট। তেমনই আরও কিছু রোগ নিয়ে আজ আলোচনায় **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

শীতের প্রসঙ্গ

শীত ঋতুতে শিশুরা বড়দের সঙ্গে মিলে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে : রঙিন পোশাক আর রসনা তৃপ্তির খোরাক— দুটোই উপভোগ করে, সঙ্গে খড়ের আগুনের চারপাশে গল্পের আসর, কিংবা উষ্ণ কম্বলে জড়িয়ে খেলাধুলার হাসি-ঠাট্টা। শীতের হাওয়ায় লাগে মনের কোণে একটা অদ্ভুত আনন্দের ঝংকার— যা শিশুদের জীবন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই আনন্দের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অদৃশ্য বিপদের ছায়া। সাধারণ ঠান্ডা-কাশি তো রয়েছেই, যা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিশুকে আক্রান্ত করে, কিন্তু তার বাইরেও শীতের শুষ্ক বাতাস, কম আর্দ্রতা এবং ভাইরাল সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব শিশুদের দেহে বিরল কিছু রোগের দরজা খুলে দেয়। শীতকালে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, শীতকালে শিশুমৃত্যুর হার প্রায় ২০-৩০% বৃদ্ধি পায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যার মধ্যে এই বিরল রোগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসের তীব্রতা

এটি এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ত্বকের প্রদাহজনিত রোগ, একে শীতকালীন একজিমাও বলা হয়। এতে ত্বকে চুলকানিযুক্ত, শুষ্ক ও লালচে দাগ সৃষ্টি হয়। শীতের শুষ্ক বাতাসে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়, ফলে ব্যাকটেরিয়াল বা ফাঙ্গাল সংক্রমণও ঘটতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে এই প্রদাহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর মারাত্মক অবস্থার নাম এরিথ্রোডার্মা। যেখানে ত্বকের প্রায় পুরো শরীর জুড়ে লাল ও জ্বলন্ত হয়ে ওঠে।

কেন বিরল

সাধারণ একজিমা শীতকালে আর্দ্রতার অভাব, উলের পোশাকের ঘর্ষণ ও ধুলোর কারণে বেড়ে যায়। শীতের শুষ্কতায় যখন বাতাসে আর্দ্রতার অভাব, ত্বক তখন তার জৈব রক্ষাকবচ হারিয়ে ফেলে— আর তখনই জ্বালা, চুলকানি ও একজিমার নীরব কষ্ট ফিরে আসে। কিন্তু গুরুতর বা নিয়ন্ত্রণহীন অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস তুলনামূলকভাবে বিরল— শিশুদের ত্বকজনিত রোগের মাত্র ২-৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায়। শহুরে দূষিত পরিবেশ, যেমন দিল্লির মতো অঞ্চলে, এই রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি।

প্রাদুর্ভাব ও প্রতিরোধ

মোট শিশুর প্রায় ১০-২০ শতাংশ অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসে আক্রান্ত হলেও, তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ বাচ্চার শীতকালে এই রোগের তীব্রতা বাড়ে। এই ঘটনাগুলি প্রায়ই 'বিরল জটিলতা' হিসেবে উপেক্ষিত থেকে যায়। তাই ত্বক আর্দ্র রাখতে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও ইমোলিয়েন্ট ব্যবহার, প্রদাহ কমাতে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন এবং ধুলো, উলের পোশাক, হিটার বা ধোঁয়ার মতো উত্তেজক উপাদান থেকে বাচ্চাদের দূরে রাখা প্রয়োজন।

হাইপোথার্মিয়া-জনিত আকস্মিক কিডনি বিকলতা

এই ঘটনা শহরের পরিবেশে সত্যিই বিরল। শরীরের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা যখন ৩৫° সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়, তখন শুরু হয় প্রবল কাঁপুনি, বিভ্রান্তি এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা। শরীর উৎপন্ন করার চেয়ে দ্রুত তাপ হারায়। এর ফলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলি ঠিকমতো কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে এবং যদি চিকিৎসা না করা হয়, তবে এটি মারাত্মক হতে পারে এবং হার্ট ও শ্বাসকষ্টের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ায় কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে দেখা দিতে পারে আকস্মিক কিডনি বিকলতা।

কেন বিরল

ভারতের তুলনামূলক নরম শীতের কারণে এই রোগ প্রায় অদেখা। তবে উত্তর ভারতের গ্রামীণ বা বস্তি এলাকায় প্রবল শৈত্যপ্রবাহের সময়— যেমন রাজস্থান বা হিমাচলের মাইনাস ৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটি দেখা যায়। অপুষ্ট বা গৃহহীন শিশুরাই এ-রোগের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই রোগের হার ০.১%-এরও কম, তবে চরম ঠান্ডা পড়লে কিছু ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে বেড়ে যায়। তখন অনেকক্ষেত্রেই আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

বহুস্তরীয় উষ্ণ পোশাক, গরম তরল পানীয় এবং চরম বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের নজরদারিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে শরীরকে উষ্ণ করা ও শিরায় তরল প্রয়োগ— এইসবই প্রধান চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায়।

ভিটামিন ডি-র ঘাটতিজনিত রিকেটস

সাধারণত হাড় নরম হয়ে যাওয়া, পায়ে বাঁক ধরা, বৃদ্ধি বিলম্বিত হওয়া এবং সহজে হাড় ভেঙে যাওয়া— এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ভিটামিন ডি-এর অভাবে ক্লান্তি, পেশির দুর্বলতা, হাড় ও পেশিতে ব্যথা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। পর্যাপ্ত সূর্যালোকের সংস্পর্শে না আসা এবং খাদ্যাভ্যাসে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি প্রধান কারণ। এর ফলে শিশুদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের এটা হতে পারে।

কেন বিরল

ভারতে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি শিশুদের মধ্যে ব্যাপক (৩০-৫০%) হলেও, চিকিৎসাগতভাবে স্পষ্ট রিকেটস্ দেখা যায় খুব কম— মাত্র ৫%-এরও নিচে। এর প্রধান কারণ হল প্রাথমিক পর্যায়েই ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। তবে উত্তর ভারতের কুয়াশাচ্ছন্ন ও ঠান্ডা শীতের মাসগুলিতে এর প্রকোপ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে উপসর্গ-সহ রিকেটসের হার প্রায় ১-২%।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

প্রতিদিন ৪০০ আইইউ ভিটামিন ডি গ্রহণ, প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট সূর্যালোকে থাকা এবং খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন, অবশ্যই দুধ ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাওয়াই এর প্রধান প্রতিরোধ ও চিকিৎসা।

শীতের দিনে শিশুদের সুরক্ষায় দরকার সচেতন যত্ন ও প্রতিরোধ। নিয়মিত হাত ধোয়া, ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল নিশ্চিত করা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা যেগুলো ছত্রাক ও সংক্রমণ রোধে সহায়ক। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোকক্কাল টিকা নেওয়া জরুরি। যদি জ্বর ১০১° ফারেনহাইট ছাড়ায়, শ্বাসকষ্ট বা অস্বাভাবিক ক্লান্তি দেখা দেয়, অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে এইসময় শ্বাসজনিত রোগের প্রকোপ বেশি, তাই সতর্ক নজরদারি ও সময়োচিত চিকিৎসাই শিশুস্বাস্থ্যের সুরক্ষার চাবিকাঠি।

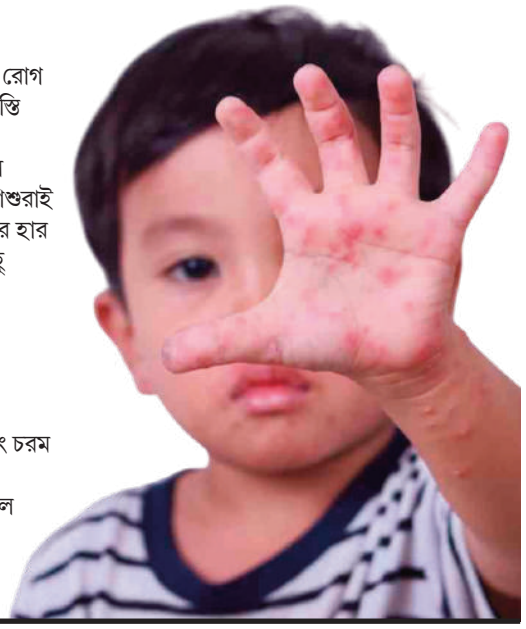

১৪
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

19 November, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপের টিকিট হাতছাড়া, কালা জাদুকে দুষছেন নাইজেরিয়া কোচ

বিশ্বকাপের মূলপর্বে জার্মানি-নেদারল্যান্ডস

জার্মান ফুটবলারদের গোলের উচ্ছ্বাস।

লাইপগিজ, ১৮ নভেম্বর : প্রত্যাশামতোই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। ইউরোপের দুই ফুটবল শক্তি, নিজের নিজের গ্রুপের শেষ ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতে বিশ্বকাপের টিকিট আদায় করে নিল।

শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করলেই চলত। যদিও ৬-০ গোলে ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করে নেন জার্মানরা। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই নিক ভোল্টেমাডের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল জার্মানি। ২৯ মিনিটে সের্গে নাব্রির গোলে ২-০। এরপর ৩৬ ও ৪১ মিনিটে জোড়া গোল লেরয় সানের। ফলে বিরতির সময় ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে স্লোভাকিয়ার উপর আরও দু'টি গোল চাপিয়ে দেন জার্মানরা। ৬৭ মিনিটে রিডল বাকু ও ৭৯ মিনিটে আসান কুয়েদ্রাগো এই গোল দু'টি করেন। ফলে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে জুলস নাগেলসমানের দল। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা স্লোভাকিয়ার সামনে সুযোগ প্লে-অফ টপকে বিশ্বকাপ খেলার।

এদিকে, গ্রুপ জি-র শীর্ষ থেকে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে নেদারল্যান্ডস। শেষ ম্যাচে ডাচরা ৪-০ গোলে হারিয়েছে লিথুয়ানিয়াকে। আমস্টারডামে আয়োজিত ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিল কমলা বাহিনী। নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোল করেন তিজানি রেইনডার্স, কোডি গাকপো, জাভি সিমন্স এবং ডোনিয়েল মালেন। এই গ্রুপের দুইয়ে রয়েছে পোল্যান্ড। রবার্ট লেয়নডস্কিরা শেষ ম্যাচে মাল্টাকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে। ফলে পোল্যান্ড প্লে-অফ খেলবে।

আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮টি দেশ। এর মধ্যে ৩৪টি দেশ মূলপর্বে খেলা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এবার বাকি ১৪টি জায়গা। ৪৮টি দলের মধ্যে ইউরোপ থেকে ১৬, আফ্রিকা থেকে ৯, এশিয়া থেকে ৮, লাতিন আমেরিকা থেকে ৭, কনকাকাফ থেকে ৬, ওশেনিয়া থেকে ১টি দল সরাসরি মূলপর্বে খেলবে। বাকি দু'টি জায়গা স্থির হবে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফের মাধ্যমে। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো আয়োজিক দেশ হিসাবে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সাত্ত্বিক-চিরাগ

সিডনি, ১৮ নভেম্বর : জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযান শুরু করলেন সাত্ত্বিকসাই রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড মঙ্গলবার সাত্ত্বিক ও চিরাগ ২৫-২৩, ২১-১৬ গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটি চেং কো চি ও পো লি উই-কে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ গড়িয়েছিল ৪৮ মিনিট। চলতি মরশুমে হংকং ওপেন এবং চিনা মাস্টার্সের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতীয় জুটিকে। তবে যেভাবেই হোক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মরশুম শেষ করতে মরিয়া সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এদিকে, মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। ইন্দোনেশিয়ার ফেবরিনা কুসুমা ও মেলিসা পুষ্পিতাসারির বিরুদ্ধে ১০-২১, ১৪-২১ গেমে ম্যাচ হেরে যান তৃষা-গায়ত্রী জুটি।

ইনিংসে জয়

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফির এলিট পর্যায়ে অসমকে ইনিংস ও ১৭২ রানে উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথম ইনিংসে অসমের ১৪৮ রানের জবাবে বাংলা ৭ উইকেটে ৫৬০ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল। দ্বিতীয় দিনের শেষে অসমের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ৫৩ রান। মঙ্গলবার বাংলার বোলারদের দাপটে ২৪০ রানে গুটিয়ে যায় অসমের দ্বিতীয় ইনিংস। রোহিত ৫টি ও অগস্ত্য শুক্লা ৩টি উইকেট দখল করেন। ২ উইকেট পান বিজয় শ্রীবাস্তব।

নেইমারকে ছ'মাস সময় দিলেন কোচ

লিলে, ১৮ নভেম্বর : ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেইমার দ্য সিলভা কি থাকবেন? কোটি টাকার প্রশ্ন। জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি কিন্তু ব্রাজিলীয় তারকাকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলেন! তাঁর সাফ কথা, নেইমারের হাতে ৬ মাস সময় রয়েছে। তার মধ্যেই ওকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

আনচেলোত্তি বলেছেন, বিশ্বকাপের সম্ভাব্য ফুটবলারদের তালিকায় নেইমারের নামও আছে। ও এখন পুরোপুরি সুস্থ। এবার ওকে মাঠে পারফরম্যান্স করে দেখাতে হবে। ব্রাজিলিয়ান লিগ শেষ হলে কিছুদিন ছুটি থাকবে। এরপর নেইমারকে ফের নিজের যোগ্যতা এবং ফিটনেসের প্রমাণ দিতে হবে। চূড়ান্ত স্কোয়াড বেছে নেওয়ার আগে হাতে ছ'মাস সময় রয়েছে। নেইমার-সহ সম্ভাব্য ফুটবলারদের তালিকায় যারা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে আমরা পর্যবেক্ষণ করব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আনচেলোত্তি আরও জানিয়েছেন, আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি। লক্ষ্য হল, বিশ্বকাপের সময় গোটা দল যেন ফিটনেসের তুঙ্গে থাকে। মার্চ পর্যন্ত আমরা খেলোয়াড় বদল করতে পারব। বিশ্বাস করি, যারা চূড়ান্ত দলে থাকবে, তারা সবাই বিশ্বকাপের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে।

ওয়ার্ল্ড টেনিস লিগ

ভারতে খেলবেন দানিল-রিবাকিনা

বেঙ্গালুরু, ১৮ নভেম্বর : ওয়ার্ল্ড টেনিস লিগ (ডব্লুটিএল) আমিরশাহি থেকে সরে প্রথমবার ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ডব্লুটিএলের চতুর্থ সংস্করণ হবে বেঙ্গালুরুর এসএম কৃষ্ণ স্টেডিয়ামে। চার দিনের প্রতিযোগিতা শুরু ১৭ ডিসেম্বর। প্রাক্তন ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন দানিল মেদভেদেভ, ২০২২-এর উইম্বলডন জয়ী এলেনা রিবাকিনা টুর্নামেন্টের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়াও অস্ট্রেলীয় তারকা নিক কিরগিয়স, ফ্রান্সের গেল মঁফিসও থাকবেন। সদ্য অবসর নেওয়া ভারতীয় তারকা রোহন বোপান্না, সুমিত নাগাল, যুকি ভামব্রিদেরও খেলতে দেখা যাবে ডব্লুটিএলে।

ওয়ার্ল্ড টেনিস লিগ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে। ভারতে টুর্নামেন্ট আনার নেপথ্যে ১২ বারের ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তথা ডব্লুটিএলের কো-ফাউন্ডার মহেশ ভূপতি। তিনি বলেন, টেনিসের সঙ্গে ভারতীয়দের গভীর সংযোগ রয়েছে। ডব্লুটিএল হওয়াটা এই সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

প্রথমবার ভারতে এসে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন জেনে উচ্ছ্বসিত রিবাকিনা। তিনি বলেন, ভারতে টেনিস সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি। সেখানে ডব্লুটিএলের অভিষেক হবে জেনে আমি রোমাঞ্চিত। কোর্টে আমার দলের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।

আমি কি হরমনপ্রীত যে সতীর্থদের মারব

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : সতীর্থদের মারার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের মহিকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানার বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে হরমনপ্রীত কৌরকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন নিগার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি কেন সতীর্থদের মারব? আমি কেন ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভাঙব? আমি কি হরমনপ্রীত যে স্টাম্প ভেঙে বেড়াব। আমি কি হরমনপ্রীত, যে সতীর্থদের মারব?

বাংলাদেশ অধিনায়ক আরও যোগ করেছেন, রাগ হলে আমি ব্যাট অন্য জায়গায় ছুঁড়ে দেব। বা নিজের হেলমেটে আঘাত করব। কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে লড়াই করব না। দলের ক্রিকেটারদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কোনও দিন এই ধরনের কিছু করেছি কি না।

বিতর্কিত মন্তব্য বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগারের

২০২৩ সালে বাংলাদেশ সফরে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে এলবিডব্লু আউট হয়ে রাগে ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। আম্পায়ার ও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে তর্কেও জড়ান তিনি। পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও আম্পায়ার ও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের খোঁচা দিয়ে বক্তব্য রাখেন। যার জেরে বাংলাদেশ দল অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। এতদিন পর সেই প্রসঙ্গ অহেতুক টেনে নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন নিগার। এই মন্তব্যের জেরে সোশ্যাল মিডিয়াতে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন নিগার। বাংলাদেশ অধিনায়ককে নেটিজেনদের কটাক্ষ, আগে আপনি বিশ্বকাপ জিতে দেখান। তারপর হরমনপ্রীতকে খোঁচা দেবেন।

এদিকে, ডিসেম্বরে সাদা বলের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির জন্য সেই সফর আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। এর আগে শুভমন গিলদের বাংলাদেশ সফরও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিসিসিআই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা না করলেও, এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ খেলতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়নি। তাই সফর আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে।

আলকারেজের নাম প্রত্যাহার

বোলোগনা, ১৮ নভেম্বর : চোটের কারণে ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা কার্লোস আলকারেজ। বৃহস্পতিবার থেকে ইতালির বোলোগনায় চতুর্থ বাছাই চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে স্পেন। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট না সারায় মেডিক্যাল টিমের পরামর্শে স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলকারেজ। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্টে স্প্যানিশ তারকা লিখেছেন, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপে খেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

19 November, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৯ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার

বুমরার কথা ভেবে গুয়াহাটিতে পেস সহায়ক উইকেট চাইবে ভারত, ধারণা হার্মারের

বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও হার

বাংলাদেশ ১ ভারত ০

প্রতিবেদন : ফুটবলে বাংলাদেশের কাছে শেষবার ভারত হেরেছিল ২০০৩ সালে। এরপর ভারত-বাংলাদেশ একাধিকবার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু ওপার বাংলার সিনিয়র দল জয়ের কাছে এসেও জিততে পারেনি। ২২ বছর পর ইতিহাস বদলে গেল। ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে অবশেষে জিতল বাংলাদেশের টাইগাররা। সুনীল ছেত্রী-হীন ভারতকে তারা ১-০ গোলে হারাল এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের নিয়মরক্ষার ম্যাচে। দুই দলই আগেই এশিয়ান কাপের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল।

সিঙ্গাপুরের কাছে ঘরের মাঠে হেরে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার আশা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারতের। তবু সামনের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ জুনিয়র ব্রিগেড নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলার সাহস দেখাতে পারেননি কোচ খালিদ। সেই সন্দেশ ঝিঙ্গান, গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের নিয়েই নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলল দল। ফলাফলে কোনও বদল নেই। এবার বাংলাদেশের কাছেও লজ্জার হার। পাঁচ ম্যাচে একটিও না জিতে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে গ্রুপে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষেই ভারত। বাংলাদেশ ৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে।

নাওরেম মহেশ সিংয়ের মতো কার্যকরী ফুটবলারকে বেঞ্চে রেখে প্রথম একাদশ নামালেন।

বিক্রমপ্রতাপরা হতাশ করলেন। ঢাকায়।

দুই ডিফেন্সিভ মিডিওকে একসঙ্গে দলে রাখলেন। প্রথমার্ধে ঘরের মাঠে প্রবল সমর্থন সঙ্গে নিয়ে ভারতীয়দের নাভিশ্বাস তুলে দিলেন হামজা চৌধুরী, তপু বর্মনরা। ১১ মিনিটেই রক্ষণের ভুলে গোল হজম করে ভারত।

ডানদিক থেকে ভারতের একটি থ্রো-ইন বাংলাদেশ রক্ষণ ক্লিয়ার করার পর মাঝমাঠে বল পান মোরসালিন। সেখান থেকে দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে বাঁ-দিকে রাকিব হোসেনের সঙ্গে পাস খেলে গোলের দরজা খুলেন ফেলেন তিনি। সন্দেশ, রাহুল ভেকে উপরে উঠে ছিলেন। আকাশ মিশ্রকে পিছনে ফেলে রাকিব বক্সের উপর বল বাড়ান মোরসালিনের উদ্দেশে। গুরপ্রীতকে পরাস্ত করে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি বাংলাদেশি ফুটবলার। প্রথমার্ধে বাকি সময়টা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলে বাংলাদেশই। তার মধ্যেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল। বিক্রমপ্রতাপ সিংকে আঘাত করে কার্ড দেখেন তপু। ভারতীয় ফুটবলারদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখেন রেফারি। রেফারির সঙ্গে তর্ক করে হলুদ কার্ড দেখেন সন্দেশও।

গোটা ম্যাচে নিষ্প্রভ থাকেন ছাংতে, নিখিল প্রভুরা। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই নিখিলকে তুলে খালিদ নামান মহেশকে। ম্যাচে প্রাধান্য নিয়ে খেলার চেষ্টা করে ভারত। কিছুক্ষণ পর ছন্দে না থাকা ছাংতে ও ম্যাকার্টনকে তুলে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও মহম্মদ স্যাননকে নামান খালিদ। ভারতের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। বাঁ-প্রান্ত থেকে স্যানন একের পর এক গোলমুখী ক্রস বাড়ান। কিন্তু গোলের সামনে স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয়। ব্রাইসনরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

কাল সুপ্রিম কোর্টে শুনানি

ক্লাব-ফেডারেশন বৈঠক নিষ্ফলাই

প্রতিবেদন : আরও একটা নিষ্ফলা বৈঠক। এফএসডিএল-কে এড়িয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন জানুয়ারিতে বিকল্প লিগ (পড়ুন আইএসএল) করার চেষ্টা করলেও তা যে কার্যত অসম্ভব সেটা বোঝা গেল মঙ্গলবার। আইএসএলের ক্লাবগুলিকে নিয়ে এদিন ফেডারেশন কর্তারা আলোচনায় বসলেও সেখানে সমাধানসূত্র দূরের কথা, বৈঠক দ্রুত শেষ করে দেওয়া হল। যথারীতি আইএসএলের ভবিষ্যৎ সেই অন্ধকারেই। এদিন বৈঠকে চার-পাঁচটি ক্লাবের প্রতিনিধি ছিলেন না। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলও বৈঠকে অংশ নেয়নি।

মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে ফেডারেশনের টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রধান আদালত বান্ধব তথা প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। আইএসএল আয়োজনের জন্য কোনও সংস্থা বিড না করায় ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পরিস্থিতি তুলে ধরেন টেন্ডার কমিটির প্রধান। সর্বোচ্চ আদালত বৃহস্পতিবার শুনানির দিন ধার্য করেছে। সেদিন ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা নিয়ে মামলার বিষয়টি শুনবে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি এম নরসিমহা এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ।

ফেডারেশনের এক বড় কর্তা দিল্লি থেকে ফোনে বলেন, সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার মামলা উঠবে। আমরা মিটিংয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। তাই ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এখন কোনও লাভ নেই। আদালতের নির্দেশের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

শাহবাজ-শামিতে সাত পয়েন্টে চোখ বাংলার

সেঞ্চুরির পর শাহবাজ। উইকেট শিকারের পর শামিকে অভিনন্দন সতীর্থের। মঙ্গলবার কল্যাণীতে রঞ্জি ম্যাচে।

প্রতিবেদন : শাহবাজ আহমেদের সেঞ্চুরি, সুমন্ত গুপ্তর ৯৭ এবং মহম্মদ শামির আগুনে বোলিংয়ের সুবাদে কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বোনাস পয়েন্টের লক্ষ্যে বাংলা। ১৪৪ রানে এগিয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। দ্বিতীয় ইনিংসে অসমের স্কোর ৩ উইকেটে ৯৮। ইনিংসে বা ১০ উইকেটে জিতলে সাত পয়েন্ট পাবে বাংলা।

শাহবাজ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ১০১ রান করে আউট হন। চাপের মুখে বড় ইনিংস খেলা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। সুমন্ত পরপর দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির সুযোগ হাতছাড়া করেন অদ্ভুত আউট হয়ে। রেলওয়েজের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এদিন ৯৭ রান করে হিট উইকেট হন। শাহবাজ ও সুমন্ত মিলে পঞ্চম উইকেট জুটিতে যোগ করেন ১২৯ রান। দু'জনের জুটিতে ভর করেই ৪৪২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে বঙ্গ ব্রিগেড। অসম প্রথম ইনিংসে ২০০ রান করায় ২৪২ রানের লিড পায় বাংলা।

দ্বিতীয় ইনিংসে অসমকে শুরুতেই কোণঠাসা করে দেয় শামির আগুনে স্পেল। নতুন বলে তুলে নেন দু'টি উইকেট। অন্য প্রান্ত থেকে এক উইকেট পান সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। তৃতীয় দিন চা বিরতির আগেই ৮ রানে ৩ উইকেট হারায় অসম। এরপরই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন অসমের দুই ব্যাটার দেনিশ দাস (৬৩ অপরাজিত) ও সুমিত ঘাদিগাঁওকর (৩০ অপরাজিত)। অবিছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ৯০ রান যোগ করেছেন দু'জন। ১৪৪ রানে এগিয়ে থেকে দিনের খেলা শেষে শাহবাজ বলেন, এখানে প্রথম সেশনে পেসাররা সাহায্য পায়। শামিভাই নতুন বলে দারুণ বল করছে। আমরা ইনিংস জয়ের কথাই ভাবছি।

দুর্ভোগ ভারতীয় তিরন্দাজদের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশে এশীয় তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় খেলে দেশে ফেরার সময় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় ভারতীয় তিরন্দাজদের। সারারাত কষ্ট করে কাটাতে হয়। অপরিচ্ছন্ন হোটেল, শৌচাগার, জানলাহীন বাসে যাতায়াতের মতো অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। গত শনিবার ঢাকা থেকে দিল্লিগামী বিমান ছিল রাত সাড়ে ৯টায়। রাত ২টো পর্যন্ত বিমানবন্দরেই অপেক্ষার পর তাঁরা জানতে পারেন, বিমান বাতিল হয়েছে। অত রাতে প্রায় আধ ঘণ্টা একটি বাসে চেপে হোটেলে যেতে হয় জ্যোতিদের। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় তিরন্দাজ অভিষেক ভার্মা একরাশ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আমাদের যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি কোনও হোটেল নয়, একটা ধর্মশালা। একটা ঘরে ছ'জন মহিলাকে থাকতে হয়েছিল। একটিই শৌচাগার ছিল। সেটাও খুব অপরিচ্ছন্ন ছিল। ঢাকায় ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড কাজ না করায় নিজেরাও কোনও ব্যবস্থা করতে পারিনি। পরের দিন সকালে বিমানবন্দরে গিয়ে দিল্লির বিমান ধরতে হয়। তখনও বিমান পরিষেবা বিলম্ব হয়।

জিতে শেষ আটে ডায়মন্ড হারবার

সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপ

ক্যাপশন

প্রতিবেদন : সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। গ্যাংটকের পালজোড় স্টেডিয়ামে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সিকিম পুলিশের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ৩-১ গোলে দুরন্ত জয় ডায়মন্ড হারবারের। নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ থাকার পর অতিরিক্ত সময়ে গাংতে ও আকাশ হেমব্রমের গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে কলকাতা জায়ান্টরা। শেষ আটে ডায়মন্ড হারবারের সামনে ইস্টার কাশী।

সিকিমে মূলত জুনিয়রদের নিয়ে গড়া দলই খেলছে ডায়মন্ড হারবারের। আই লিগের জন্য তরুণদের দেখে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য কোচ কিবু ভিকুনার। স্প্যানিশ কোচ অবশ্য সিনিয়রদের নিয়ে ওড়িশায় একটি টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছেন। সিকিমে গভর্নর্স গোল্ড কাপে হেড কোচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অভিষেক দাস।

বিক্রমজিৎ সিং, নরহরি শ্রেষ্ঠার মতো দু'জন সিনিয়র খেললেও মূলত জুনিয়রদের নিয়েই এদিন বাজিমাত করে ডায়মন্ড হারবার। সিকিম পুলিশ প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেই ম্যাচে ফেরে ডায়মন্ড হারবার। ৬৯ মিনিটে অমরনাথ বাস্কের গোলে সমতা ফেরায় তারা। নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ অমীমাংসিত থাকার পর ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে যায়। সেখানে মাত্র সাত মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে জয় নিশ্চিত করে ডায়মন্ড হারবার। ১১৩ মিনিটে গাংতের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১১৯ মিনিটে আকাশের গোলে রুদ্ধশ্বাস জয় জায়মন্ডের।

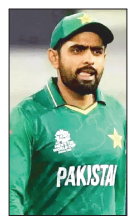

ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙে আইসিসির শাস্তির মুখে বাবর আজম, জরিমানা ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ

স্পিন মহড়ায় অভিনব টোটকা গম্ভীরের

আজ গুয়াহাটি যাচ্ছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রতিবেদন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হেরে প্রবল চাপে টিম ইন্ডিয়া। আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। যা ভারতের কাছে সিরিজ বাঁচানোর মঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে ইডেনে ঘণ্টা তিনেক প্র্যাকটিস করলেন ভারতীয়রা। বুধবার কলকাতা থেকে দুপুর দেড়টার বিমানে গুয়াহাটি উড়ে যাবে দল। একই বিমানে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দলও।

কোচ গৌতম গম্ভীর-সহ পুরো কোচিং স্টাফ মাঠে থাকলেও, ঐচ্ছিক অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন জনা ছয়েক ক্রিকেটার। এই তালিকায় রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা, সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাড়িক্কল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং আকাশ দীপ। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়ক শুভমন গিল ছিলেন অনুপস্থিত। ভারতীয় শিবির সূত্রের খবর, গুয়াহাটি টেস্ট থেকে শুভমন কার্যত ছিটকেই গিয়েছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে আপাতত তিন-চারদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বুধবার দলের সঙ্গে শুভমন আদৌ গুয়াহাটি যাবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিনের প্র্যাকটিসে গম্ভীর এবং ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাককে তাই দেখা গেল সুদর্শন ও পাড়িক্কলের সঙ্গে বাড়তি সময় কাটাতে। শুভমনের অনুপস্থিতিতে এই দু'জনের একজন গুয়াহাটি টেস্টে খেলবেন। তবে পাল্লা ভারি সুদর্শনেরই। নেটে পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সময় অবশ্য বেশ নড়বড়ে দেখিয়েছে সুদর্শনকে। আকাশ দীপের আউট স্যুইংয়ে বেশ কয়েকবার পরাস্তও হলেন তিনি। এমনকী, নেট বোলারদের বিরুদ্ধেও খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। এদিকে, শুভমনের অনুপস্থিতিতে গুয়াহাটিতে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ। অন্যদিকে, সোমবারই শহরে চলে এসেছেন অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি। তাঁকে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে।

ইডেনের ঘূর্ণি পিচে প্রোটিয়া স্পিনারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। গুয়াহাটিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি গম্ভীরের। এদিন তাই অভিনব পদ্ধতি দেখা গেল ভারতীয় নেটে। সুদর্শন, জুরেলরা স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামলেন এক পায়ে প্যাড পরে! ঘূর্ণি পিচে ব্যাটারদের সামনের পায়ে প্যাডে খেলার একটা প্রবণতা থাকে। তাতে এলবিডব্লু-র শিকার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ইডেনে জাদেজা দু'ইনিংসেই এভাবে আউট হয়েছিলেন। সেটা শোধরাতেই এক পায়ে পায়ে প্যাড পরে প্র্যাকটিস।

বাঁ হাতি সুদর্শন যেমন ডান পায়ের প্যাড খুলে রেখে ব্যাট করেছেন। একই ভাবে ডানহাতি জুরেল বাঁ পায়ের। এতে ফ্রন্টফুটে খেলার সময় ব্যাটেই খেলতে বাধ্য হয়েছেন ব্যাটাররা। কারণ পায়ে প্যাড নেই। তাই মিস হলেই আঘাত লাগার ঝুঁকি। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে ফুটওয়ার্কে। ইডেনে প্রোটিয়া স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে আটকে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন কোচিং টিম। তাই এদিনের নেটে ব্যাটারদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়— স্পিনের বিরুদ্ধে পায়ের ব্যবহারে জোর দিতে। একই সঙ্গে চলে রিভার্স সুইপ মারার প্র্যাকটিসও। তবে নেটে সবথেকে বেশি সময় ধরে ব্যাট করেছেন জাদেজা।

ইডেনের হার এবং পিচ-বিতর্ক নিয়ে প্রবল চাপে রয়েছেন গম্ভীরও। তাঁর কোচিংয়ে দেশের মাটিতে শেষ ছ'টি টেস্টের মধ্যে চারটিতেই হারতে হয়েছে। যে দু'টিতে জয় পেয়েছেন, তা এসেছে দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ফলে গুয়াহাটি টেস্ট গম্ভীরের কাছেও অ্যাসিড টেস্ট। সিরিজ বাঁচাতে না পারলে, আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তবে বরাবরের মতোই গম্ভীরের শরীরী ভাষায় 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। এদিন প্র্যাকটিসের শুরুতেই ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে দেখে যেভাবে জড়িয়ে ধরলেন, তাতে বার্তাটা পরিষ্কার— হাম ঝুঁকেগা নেহি!

কোচের ক্লাসে বাধ্য ছাত্র সুদর্শন। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় গম্ভীরের। মঙ্গলবার ইডেনে।

নেটে আগুন উডের, প্রস্তুত বোলার গ্রিন

পারথ, ১৮ নভেম্বর : অ্যাশেজের উত্তাপ বাড়ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে মর্যাদার সিরিজ পুনরুদ্ধারে মরিয়া ইংল্যান্ড। শুক্রবার পারথে প্রথম টেস্ট। প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজলউড প্রথম টেস্ট না খেললেও ইংল্যান্ডকে সবুজ উইকেটে স্বাগত জানাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ঘাসে ঢাকা। মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেটদের নিয়ে জো রুটদের চাপে ফেলার জন্য তৈরি অস্ট্রেলীয়রা। তবে অস্ট্রেলিয়ার

অ্যাসেজ সিরিজ

ব্যাটারদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছেন চোটের কারণে প্রায় গোটা মরশুম বাইরে থাকা ইংল্যান্ডের পেসার মার্ক উড। মঙ্গলবার পারথের নেটে রীতিমতো আগুনে বোলিং করেন উড। দু-একবার ব্যাটার জ্যাকব বেথেলের শরীরে আছড়ে পড়ে উডের শর্ট পিচ ডেলিভারি। অস্ট্রেলিয়াও তাল ঠুকছে। কামিন্স, হ্যাজলউড প্রথম টেস্টে না খেলতে পারলেও স্টার্ক, বোল্যান্ড, ডগেটের পাশে চতুর্থ সিমার হওয়ার জন্য তৈরি অলরাউন্ডার গ্রিন। পারথ টেস্টের তিন দিন আগে নেটে চুটিয়ে বোলিং করেছেন তিনি। প্রস্তুতির ফাঁকে গ্রিন বলেছেন, পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য তৈরি। বোলিং ওয়ার্কলোড নিয়ে কোনও বিধিনিষেধ নেই। অধিনায়ক ডাকলেই বল করার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।

দলে এনগিডি, সৌরভের সঙ্গে দেখা করলেন রাভুমা

প্রতিবেদন : গৌতম গম্ভীর মঙ্গলবার দলবল নিয়ে ইডেনে প্র্যাকটিস করলেও, ছুটির মেজাজে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির। গোটা দিনটা হোটেলে বিশ্রাম নিয়েই কাটালেন প্রোটিয়া ক্রিকেটাররা। তবে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েছিলেন ইডেন টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সাইমন হার্মার ও পেসার মার্কো জেনসেন। জানা গিয়েছে, হার্মারের ডান কাঁধে হালকা চোট লেগেছে। তাই তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই বলেই খবর দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির সূত্রে।

এদিকে, মঙ্গলবার হঠাৎ করেই ইডেনে হাজির হন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাও বলেন। ইডেন টেস্ট জয়ের জন্য বাভুমাকে অভিনন্দন জানান সৌরভ। অন্যদিকে, গুয়াহাটিতেও কাগিসো রাবাডার খেলা অনিশ্চিত। প্র্যাকটিসে চোট পেয়ে শেষ মুহূর্তে ইডেন টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রোটিয়া ফাস্ট বোলার। দ্বিতীয় টেস্টের আগে তাঁকে ফিট করে তোলার চেষ্টা চলছে। যদিও সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই তড়িঘড়ি দেশ থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে লুনগি এনগিডিকে। তিনি মঙ্গলবার সকালেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে গুয়াহাটি টেস্ট। বুধবার দুপুর দেড়টার বিমানে ভারতীয় দলের সঙ্গেই গুয়াহাটি উড়ে যাবেন টেম্বা বাভুমারা। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার গুয়াহাটি টেস্ট জিতে সিরিজ জয়ে চোখ বাভুমাদের। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের ২২ গজ যে ইডেনের মতোই ঘূর্ণি হবে, সেটা ধরেই রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির।

গুয়াহাটিতেও ঘূর্ণি উইকেট, থাকবে বাউন্স

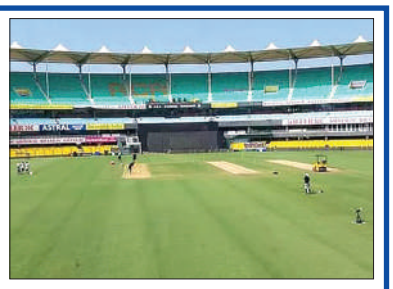

গুয়াহাটি, ১৮ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কেলেঙ্কারির পর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে বাড়তি সতর্ক বোর্ড। আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট। ০-১ ফলে পিছিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়ার কাছে এটা সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচ।

গুয়াহাটি আবার বিসিসিআইয়ের হেড পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিকের হোম গ্রাউন্ড। প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে মাত্র আড়াই দিনে। যা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি গুয়াহাটিতে চাইছে না বোর্ড। তবে বর্ষাপাড়ার ২২ গজও স্পিনারদের বাড়তি সাহায্য করবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে লাল মাটির পিচ হওয়ার সুবাদে গতি ও বাউন্স দুটোই থাকবে।

এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য, বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের পিচ লাল মাটিতে তৈরি। ফলে বাড়তি গতি এবং বাউন্স থাকবে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সিরিজ শুরুর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, তারা ঘূর্ণি উইকেট চায়। তাই পিচে বল ঘুরবে এবং সেটা বাড়তি গতি ও বাউন্সের সঙ্গে। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে, পিচে যাতে কোনও অসমান বাউন্স না থাকে। যেটা ইডেনে ছিল। আরও একটা আড়াই দিনের টেস্ট বিসিসিআই চায় না।